



প্রচারের প্রথম রবিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনেত্রী প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের কাজ শুরু করেন...বিস্তারিত পাতা ৩



এক কাপ গরম চা'য়ে চুমুক, আর তাতেই মিলবে খাটি সোনা, কি ভাবছেন? শুনেছেন,পয়লা চৈত্র থেকে শুরু হয়েছে চায়ে চৈত্র সেলা। ...বিস্তারিত পাতা ৫



কালোটাকার স্বর্গরাজ্য মালদার চারটি বিধানসভাকে চিহ্নিত করলো নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে তদারকি চালাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি।...বিস্তারিত পাতা ৭



ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে হার্দিক পাডিয়া ঠিক কোন পরিস্থিতিতে! পজিটিভ নাকি নেগেটিভ! গত কয়েক সপ্তাহ নেতিবাচক দিকটাই বেশি মনে হচ্ছিল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অনেকটাই সুস্থ মুখ্যমন্ত্রী, সোমে কাটা হতে পারে সেলাই



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চ : পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার জেরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহত মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই দুর্ঘটনার দু'দিন পর অনেকটাই সুস্থ তিনি। তবে রয়েছেন চিকিৎসকদের কড়া নজরে। আগামিকাল সোমবার তাঁর কপাল ও নাকের সেলাই কাটা হতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। চিকিৎসকদের তরফে জানা যাচ্ছে, আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো আছেন মমতা। মাথায় ব্যথা থাকলেও আগের তুলনায় তা অনেকটা কম। আশ্চর্য্যঘোচক চলছে। চিকিৎসকদের তরফে জানা গিয়েছে, আগামিকাল সোমবার তাঁর কপাল ও নাকের সেলাই কাটা হতে পারে। বর্তমানে বাড়িতেই চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোনওভাবে বাড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের তরফে সোশাল মিডিয়ায় আহত মমতার ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। যেখানে দেখা যায়, তাঁর কপালে গভীর ক্ষত। সেখান থেকে নাক ও গলায় রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালো। উডবার্ন ব্লকের সাড়ে ১২ নং ভিডিআই কেবিনে দ্রুত ভর্তি করিয়ে শুরু হয়েছিল চিকিৎসারারাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ চিকিৎসকরা জানান, ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে। কপালে ৬টি ও নাকে একটি স্টিচ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি রেসে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেওয়া হলেও তিনি বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করতে চান। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর সুস্থতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি একাধিক জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। রাজ্যের নানা প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা প্রার্থনা করে পুজো দেওয়া হয়।

লোকসভার সঙ্গে কেন বিধানসভা ভোট নয় কাশ্মীরে?

অজুহাতই ফের দিল্লি কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : কমিশনের সিদ্ধান্তের কারণে পুনরায় নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষজনদের। লোকসভার সঙ্গে একইসঙ্গে দেশের চার রাজ্যে বিধানসভা ভোট হলেও আপাতত স্থগিত রাখা হলো তৃণমূল ভোট। এক দশক পরেও বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে না জম্মু ও কাশ্মীরে। কিন্তু তখনও তথ্যবাক্য ভোট ঘোষণা হল না? পটি বছর আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালে নির্বাচনের সময় কমিশন যে অজুহাত দিয়েছিল, সেটাই আবারও শোনানো হল। ২০১৯ সালে যখন লোকসভা ভোট হয় তখনও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কারণ তার মাস ছয়েক আগেই মেহেবুবা মুফতি'র সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বিজেপি। সেসময় মনে করা হচ্ছিল লোকসভার সঙ্গেই কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটও করানো হবে। কিন্তু সেসময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকছে। তাই কাশ্মীরে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট সম্ভব নয়। লোকসভার পরই বিধানসভা ভোট করানো হবে। কিন্তু ২০১৯-র লোকসভার পর কাশ্মীরে ভোট ঘোষণা হয়নি। উল্টে ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেওয়া হয়। এখনও কাশ্মীরের সেই আইন কার্যকর সম্ভব হয়নি। কাশ্মীরবাসীর আশা ছিল, অন্তত ২০২৪ লোকসভার সঙ্গে সে রাজ্যে নির্বাচন হবে। কিন্তু এবারেও হল না। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বললেন, জম্মু ও কাশ্মীর দ্রুত বিধানসভা ভোট করতে আমরা বদ্ধপরিকর। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সূত্রের দাবি, বছর শেষে কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচন রয়েছে। সেসময়ই কাশ্মীরের ভোট করানোর চেষ্টা করবে কমিশন। কিন্তু কমিশনের এক কর্তা বলছেন, লোকসভা ভোটের সময় রমজান চলে। ফলে প্রচারে সমস্যা পতে পারেন প্রার্থীরা। তাই একসঙ্গে দু'টি ভোট করলে সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া, আদালতের নির্দেশেই তো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। তাছাড়া নিরাপত্তার ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হবে। ঘটনাচক্রে এই একই অজুহাত দেওয়া হয়েছিল ঠিক পাঁচ বছর আগেও।

সিএএ নিয়ে মার্কিন ‘উদ্বেগকে’ তোপ জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : আমাদের ইতিহাস কি ওরা আদৌ জানেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সিএএ কার্যকর হওয়ার পরে আমেরিকার ‘উদ্বেগকে’ এভাবেই তোপ দাগলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, আমরাও নিজস্ব নীতি রয়েছে। সেই নীতি বলে, দেশভাগের সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সাহায্য করা। জয়শংকর আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, বেশ কয়েকটি দেশেই ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। লোকসভা ভোটের আবহে গত সোমবার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সিএএ চালু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিরোধীদের দাবি, এই আইনে যেহেতু মুসলিমদের উল্লেখ নেই সেই জন্য সংবিধানের বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

আমেরিকা। তাদের দাবি, গত ১১ মার্চ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। ভারতে কীভাবে এই আইন কার্যকর হবে, সেদিকে কাা নজর রাখছি। মার্কিন বিবৃতির পালটা দিয়েছে ভারত। তার মধ্যেই সিএএ নিয়ে মার্কিন অবস্থানের তুল্মূল সমালোচনা করলেন জয়শংকর। একটি সম্মেলনে গিয়ে তিনি বলেন, ওদের নীতি বা গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাস নিয়ে ওদের সঠিক ধারণা নেই। বিশ্বের বহু জায়গা থেকে এমন মন্তব্য করা হয় যাতে মনে হয় ভারতে দেশভাগ হয়নি নি। দেশভাগ ওদের নীতি বা গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাস নিয়ে ওদের সঠিক ধারণা নেই। বিশ্বের বহু জায়গা থেকে এমন মন্তব্য করা হয় যাতে মনে হয় ভারতে দেশভাগ হয়নি নি। দেশভাগ ওদের নীতি বা গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাস নিয়ে ওদের সঠিক ধারণা নেই।

জয়শংকরের কথায়, একটি সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সরিয়ে দিয়ে যদি কেবল রাজনৈতিকভাবে বিচার করা হয়, তাহলে আমিও বলতে



পারি আমাদের আলাদা নীতি রয়েছে। আমার নীতি বলে, দেশভাগের সময় যেসমস্ত মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। এই সম্মেলন থেকেই বেশ কয়েকটি দেশের

নাগরিকত্ব আইনের কথাও তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রী। ধর্ম, জাতি পরিচয়, সামাজিকতার ভিত্তিতে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন রয়েছে অনেক দেশেই। বিশ্বযুদ্ধের পরে বেড়েছিল এরকম আইনের ব্যবহার। তাহলে ভারতের সিএএ নিয়ে কেন প্রশ্ন তুলছে পশ্চিম দেশগুলো। তাই তোপ দাগলেন জয়শংকর। ১৭ মার্চ : যদি আমি

নির্বাচিত না হই, তাহলে রক্তগঙ্গা বইবে দেশে। এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিতর্কিত রিপাবলিকান নেতার সঙ্গে বাইডেনের ‘আগামী নভেম্বরে’ শনিবার ওইওতে এক জনসভায় সেই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল তাকে। বিশ্বলেন বর্তমান প্রেসিডেন্টকেও। শনিবারের সভায় ট্রাম্পের দাবি, আগামী ৫ নভেম্বর তারিখটা হতে চলছে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এবং সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, তিনি ফের হোয়াইট হাউসে ফিরলে তিনি ফের জ্ঞান এক মোড় ঘোরানো মুহূর্তকে নির্মাণ করবে। ঠিক কী বলেছেন ৭৭ বছরের নেতা? তাঁর কথায়, তারিখটা মনে রাখুন। নভেম্বর। আমার বিশ্বাস ওই দিনটাই হতে চলছে আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। সেই সঙ্গেই বাইডেনকে ‘সবচেয়ে খারাপ প্রেসিডেন্ট’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। এর পরই তাঁর হুঁশিয়ারি, তিনি যদি নির্বাচিত না হন তা হলে ‘বইবে আমেরিকায়। যদিও এটা পরিষ্কার হয়নি, একথার মধ্যে দিয়ে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন। এদিকে এদিন ট্রাম্পের দাবি, চিনের পরিকল্পনা রয়েছে মেক্সিকোতে গাড়ি তৈরি করে তা মার্কিনদের কাছেই বিক্রি করার। এপ্রসঙ্গে রিপাবলিকান নেতার হুঁশিয়ারি, আমি নির্বাচিত হলে ওরা গাড়িগুলো বিক্রি করতে পারবে না। আর এর পরই তিনি বলে ওঠেন, আমি নির্বাচিত না হলে সর্বত্র রক্তগঙ্গা বইবে। এটাই সবচেয়ে কম হবে যে, গোটা দেশেই রক্তগঙ্গা বইতে শুরু করবে। অন্তত এটুকু তো হবেই। কিন্তু ওরা গাড়ি কিছুতেই বেচতে পারবে না এখানে।

শাহজাহানকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য! আলমগির সহ গ্রেপ্তার ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চ : দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার রাতে শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগিরকে গ্রেফতার করল সিবিআই। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহজাহানকে। তিনি বর্তমানে সিবিআই হোজারে রয়েছেন। হামলার পর থেকেই শাহজাহান বেপাড়া ছিলেন। সিবিআইয়ের সন্দেহ, তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সাহায্য করছেন ভাই আলমগির। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে আলমগিরকে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর শুক্রবার তাঁকে ফের নোটিশ পাঠিয়ে শনিবার বেলা ১১টায় হাজিরার কথা বলা হয়। সেই মতো এদিন সকালে সিবিআই দফতরে পৌঁছেন আলমগির। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ৯ ঘটীর ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শাহজাহানের ভাইকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এদিকে, আলমগিরের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মাফুজার মোল্লা ও সিরাজুল মোল্লা নামে আরও ২ জনকে। তাঁরা দুজনেই সন্দেশখালির রক্তের তৃণমূল নেতা। সূত্রের খবর, মাফুজার ও সিরাজুল শাহজাহানের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। এনিয়ে সন্দেশখালিতে ইডি'র ওপর হামলার ঘটনায় ১৪ জনকে হোজাজতে নিল সিবিআই।

আপনারা ২০২৯-এ আটকে রয়েছেন

‘আমি হেডলাইনের জন্য নয়, ডেডলাইনের জন্য কজ করি’

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : ‘আমি হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে কাজ করি না। ডেডলাইনের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করি।’ এক অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজের কর্মযোগের কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি ভারত যে এই অস্থির সময়েও দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে, সেই দাবিও করলেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠানের সঞ্চালকদের উদ্দেশ্যে মোদিকে বলতে শোনা যায়, আপনারা ২০২৯-এ আটকে রয়েছেন। আমি কিন্তু ২০৪৭ সালের জন্য প্রস্তুত হছি। বলে রাখা ভালো, শেষে ২০৪৭ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত করার সংকল্প নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই কথাই আরও একবার এভাবেই মনে করিয়ে দেন তিনি। বলেন, আজ গোটা বিশ্বই এক অনিশ্চয়তার ঘূর্ণিতে আটকে রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত। ভারত দ্রুত, আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে চলবে। দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ করার কথাও বলেন তিনি। বলেন ‘বিকশিত ভারতের’ কথাও। এরই পাশাপাশি ইডির প্রশংসাতেও এদিন পঞ্চমুখ ছিলেন মোদি। তাঁর কথায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টোলারেন্স নীতিতেই আমাদের প্রশাসন এগোবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিটি সংস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর জ্ঞানীয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সক্রিয়তা কতটা বেড়েছে সেখান থেকে মোদির



ভোটের সূচি এত দীর্ঘায়িত করায় আসলে বাড়ি সুবিধা পাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ব্যবস্থাই করার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। চলতি লোকসভা ভোট হতে ৭ দফা। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ১৯ এপ্রিল। শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে ১ জুন। সব মিলিয়ে ৪৪দিন ধরে চলবে ভোটগ্রহণ পর্ব। যা ভারতের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। ভোট গণনার সময় ধরলে সময়সর্ব বারও খানিক বাড়বে। এর আগে একবারই এর চেয়ে বেশিদিন ধরে নির্বাচন হয়েছে, সেটা ১৯৫১-৫২।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ‘ভোটের লড়াই’ থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চ : প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ‘ভোটের লড়াই’ থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানলেন কুণাল ঘোষ। তমলুক আসনে দেবাংশু ভট্টাচার্যের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি। একইসঙ্গে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদের দাবি, আসলে যার হাত ধরে আপনি বিজেপিতে এসেছেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী আপনাকে ভোটে জিততে দেবে না। কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, আপনি কেন, বিজেপিতে অন্য কোনও নেতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না ও। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এহেন মন্তব্যে জল্পনা দানা বেঁধেছে। শনিবার তমলুকের সভায় এই দাবি করেছিলেন কুণাল ঘোষ। এর পর রবিবার সকালে এগ্ন হ্যাভেলেও একই অনুরোধ করে তিনি। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন,পরিচয় থাকার সুবাদে একটি অনুরোধ। আপনি বিচারপতি থাকাকালীন বিতর্কিত। ইচ্ছা দিয়ে প্রশ্নের মুখে। বিজেপিতে গিয়ে সমালোচিত। অনুরোধ, এখনও সময় আছে, ওদের বলে দিন, প্রার্থী হবেন না। এর পর তাঁর সংযোজন, তমলুকে

সংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, ভোট গণনার পর তো আপনি হেরে যাবেন। তাই আপনাকে অনুরোধ, এখনও সময় আছে বিজেপি



হারাবে। তার দলে অন্য বড় নাম সে সহ্য করতে পারে না, বাড়তে দেবে না। এখনও সময় আছে, আপনি নির্বাচনী ময়দান থেকে সরে থাকুন। পরাজয়ের দিনটা দেখা বড় কঠিন। উল্লেখ্য, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই জল্পনা ছড়িয়েছে তমলুক আসনে ভোট দাঁড়াছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সিদ্ধান্তের কথাই পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছে কুণালবা। তমলুকের সভায় তৃণমূলের প্রাক্তন

নেতৃত্বকে জানিয়ে দিন যে, আপনি ভোট দাঁড়াবেন না। তিনি আরও বলেন, আসলে যার হাত ধরে আপনি বিজেপিতে এসেছেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী আপনাকে ভোটে জিততে দেবে না। কারণ, তমলুক আসনটি ব্লক করতে আপনাকে সামনে রেখে এগোচ্ছে শুভেন্দু। আপনি কেন, বিজেপিতে অন্য কোনও নেতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না কাঁথির অধিকারী বাড়ির ওই বাড়ি। ও নিজেকে ছাড় কড়কে ভালোবাসে না।

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারও পরে এদিন সেই ঘোষনার পরিবর্তন করা হয়েছে। তার পরেও এখনও রাজ্যের ৪২ লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। সবমোদ ২০ জনের নাম ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে পবন সিং নির্জেই ভোটমুখ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীয় প্রার্থী তারিকা কবে প্রকাশ হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এরই মাঝে শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারকে দিল্লিতে জরুরি তলব করা হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রবিবার রাজ্যের ভোট দিল্লি যাওয়ার কথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর। সোমবার যাবেন রাজা বিজেপি সভাপতি সুকান্ত। সোমবার অমিত শাহ এবং জে পি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা তাঁদের। বিজেপির প্রার্থী ঘোষণায় কেন দেরি হচ্ছে, তা নিয়ে রবিবারই ব্রাত্য বসু বিজেপিকে খোঁচা দিয়েছেন। তমলুক এবং উত্তর কলকাতার আসন নিয়ে জটিলতার জেরেই কি প্রার্থীপদ ঘোষণায় বিলম্ব, প্রশ্ন তোলেন তিনি। শাসকদলের শোঁার পরই দিল্লিমুখী শুভেন্দু ও সুকান্তরা। সোমবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তারা। তার পরই হয়তো লোক ২২ আসনের প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে। কাঁটতে পারে আসনসোলে লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীপদ নিয়ে জটিলতা। বলে রাখা ভালো, এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোজপুরী গায়ক পবন সিংকে প্রার্থী হিসাবে বেছে ছিল বিজেপি। তবে বিতর্কের মুখে পড়ে তিনি ভোটমুখ থেকে সরে দাঁড়ান। যদিও শোনা যাচ্ছে, তিনি ফের ভোট দিল্লির ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ তুলনামূলক শক্ত ঘাটি বিজেপি। সূত্রের খবর, দার্জিলিং নিয়ে রাজু বিস্তা এবং হর্ষবর্ধন গুপ্তার মধ্যে টানাপোড়নে চলছে। রায়গঞ্জ তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে পারেন দেবশ্রী চৌধুরী। জলপাইগুড়ি নিয়েও টানাপোড়নে চলছে। আবার মেদিনীপুরে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়েও নাকি দলের অন্দরেই খানিক টানাপোড়নে চলছে। তৃণমূলের জুন মাসিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লীপ ঘোষকেই হয়তো প্রার্থী করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, প্রার্থী হতে পারেন ভারতী ঘোষ। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে, তমলুকে প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ফের বারাকপুরে টিকিট পেতে পারেন সদ্য গেরুয়া শিবিরে ফেরা অর্জুন সিং। উত্তর কলকাতা আসনটিতে তাপস রায়কে প্রার্থী করার সম্ভাবনাও রয়েছে। এসব নিয়ে আগামিকালের বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলেই খবর। আর তার পরই দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের আরও ২২টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হতে পারেই বলে খবর।

শাহজাহানকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য! আলমগির সহ গ্রেপ্তার ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চ : দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার রাতে শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগিরকে গ্রেফতার করল সিবিআই। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহজাহানকে। তিনি বর্তমানে সিবিআই হোজারে রয়েছেন। হামলার পর থেকেই শাহজাহান বেপাড়া ছিলেন। সিবিআইয়ের সন্দেহ, তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সাহায্য করছেন ভাই আলমগির। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে আলমগিরকে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর শুক্রবার তাঁকে ফের নোটিশ পাঠিয়ে শনিবার বেলা ১১টায় হাজিরার কথা বলা হয়। সেই মতো এদিন সকালে সিবিআই দফতরে পৌঁছেন আলমগির। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ৯ ঘটীর ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শাহজাহানের ভাইকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এদিকে, আলমগিরের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মাফুজার মোল্লা ও সিরাজুল মোল্লা নামে আরও ২ জনকে। তাঁরা দুজনেই সন্দেশখালির রক্তের তৃণমূল নেতা। সূত্রের খবর, মাফুজার ও সিরাজুল শাহজাহানের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। এনিয়ে সন্দেশখালিতে ইডি'র ওপর হামলার ঘটনায় ১৪ জনকে হোজাজতে নিল সিবিআই।

হরিয়ানার ধারুহেরা এলাকায় বিস্ফোরণে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী

হরিয়ানা, ১৭ মার্চ : হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার ধারুহেরা এলাকার একটি কারখানায় শনিবার রাতে বয়লার বিস্ফোরণে বহু শ্রমিক আহত হয়েছেন। রবিবার এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। তিনি জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন।উল্লেখ্য, শনিবার রাতে হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার ধারুহেরা এলাকার একটি কারখানায় বয়লার ফেটে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বহুক্ষণ চেষ্টার ফলে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

১ ভারতীয় মৎস্যজীবী সহ ২টি নৌকা আটক শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর

রামেশ্বরম, ১৭ মার্চ : ভারতের ২১ জন জেলে এবং তাঁদের দুটি মাছ ধরার নৌকা আটক করলো শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। জানিয়েছেন রামেশ্বরম ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন দেবদাস।তিনি বলেন, শনিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম থেকে প্রায় ৪৮০টিরও বেশি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলেন বহু মৎস্যজীবী। রাতে যখন তারা মাছ ধরছিলেন, তখন শ্রীলঙ্কার নৌসেনারা এসে ২১ জন মাসাজীবীকে আটক করে এবং তাঁদের দুটি নৌকাও বজ্রাণ্ডু করা হয়। তাঁদের শ্রীলঙ্কার কাস্‌সাস্ত্রাইই নৌঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও রামেশ্বরম ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন দেবদাস জানিয়েছেন।

যোগ্যতামান ছুঁয়েও অলিম্পিকে যোগদান অনিশ্চিত, জুন মাসে হবে চূড়ান্ত ট্রায়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : যোগ্যতামান ছুঁয়েও অলিম্পিকে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভারতের ৭ জন আ্যাথলেটিকসের। অলিম্পিক্সের নিয়ম অনুযায়ী কোনও দেশ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ জন প্রতিযোগী অংশ নিতে পারেনেন একই ইভেন্টে। তাই প্যারিসের দল নির্বাচনের আগে ৭ জনের মধ্যে চূড়ান্ত ট্রায়াল হবে জুন মাসে। স্লোভাকিয়ায় আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় গতকাল অ্যাথলেটিক্সের ২০ কিলোমিটার হটার ইভেন্টে সাফল্য পেয়ে প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন রাম বাবু। রামকে নিয়ে ভারতের ৭ জন পুরুষ অ্যাথলিট প্যারিস অলিম্পিক্সে নামার যোগ্যতা অর্জন করলেন। আগের ৬ জন হলেন আকাশদীপ সিংহ, সুরজ পানওয়ার, সার্ডিন সেবাস্তিয়ান, আশপ্রীত সিংহ, পরমজি বিস্ত এবং বিকাশ সিংহ।

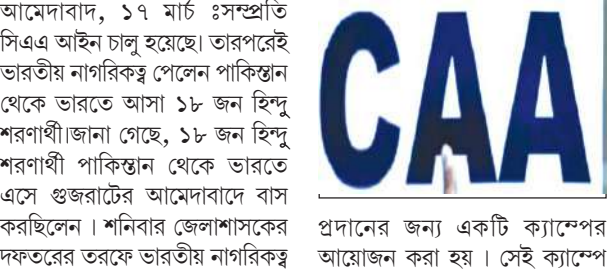
আইএনডিআই জেট একটি স্বার্থপর জেটঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : আইএনডিআই জেট একটি স্বার্থপর জেট, রবিবার এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আইএনডিআই জেট একটি স্বার্থপর এবং পারিবারিক রাজবংশের জেট। জনগণ প্রভানমন্ত্রী মৌদীকে তাঁদের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কারণ তিনি দেশের জন্য এবং দেশ তাঁর জন্য। আইএনডিআই জেট পরিবারবাহিক সমর্থন করে উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে ১৬ মার্চ। ১৯ এপ্রিল থেকে নির্বাচন শুরু হবে। ৭ দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৪ জুন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

কল্পনা চাওলামহিলা ক্ষমতায়নের এক চমককার উদাহরণঃমোহন যাদব

ভোপাল, ১৭ মার্চ : ৪র্থম ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাললা মহিলা ক্ষমতায়নের এক চমককার উদাহরণ, একথা লিখে কল্পনা চাললাকে জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।রবিবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাললার জন্মবার্ষিকী। উনি মহিলা ক্ষমতায়নের পথে একটি নতুন গল্প লিখে নারী শক্তিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামগ্রিক মাধ্যমে পোশক রঙের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উনি লিখেছেন,

গুজরাটে পাকিস্তান থেকে আসা ১৮ হিন্দু শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান



প্রদানের জন্য একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় । সেই ক্যাম্পে

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চঃ এবার দিল্লি জল বোর্ড মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সূত্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠাল ইডি। রবিবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি জল বোর্ড মামলায় .অর্থ তহরুপ প্রতিরোধ আইনের ৫০ নম্বর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রকাশিত হল বামফ্রন্টের প্রথমদফার প্রার্থী তালিকা। গত বৃহস্পতিবার সকরে ১৬ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশ করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১৬ জনের মধ্যে ১৪টিই নতুন মুখ। সে দিক থেকে বামদের প্রথম তালিকার ১৬ জনের মধ্যে আট জন ভোট ময়দানে একেবারেই ‘ কিন্তু বাকি আটের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়।হুগলি কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ ভোটের ময়দানে নতুন মুখ। তিনি দিলের রাজা কমিটির সদস্য। হুগলি সিপিএমের অনেকে বলেন, চুঁচুড়ার এই নেতা দীর্ঘদিন ‘ ছিলেন জেলা পার্টিতে। হুগলি সিপিএমে থালি বসু যুগের অবসান হতেই ধাপে ধাপে মনোদীপ সংগঠনে জায়গা করে নেন। হাওড়া সদরের সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তিনিও ভোটের ময়দানে নতুন। জলপাইগুড়ি থেকে সিপিএম প্রার্থী করেছে ৩৬ বছর বয়সী যুবনোতা তথা হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক দেবরাজ বর্গােক। তিনিও সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটের ময়দানে এ বারই প্রথম নামছেন। বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শীতল কেবর্ত, তমলুকের প্রার্থী তথা তরুণ আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও নতুন মুখ। বালুরঘাটের আরএসপি প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত, কোচবিহারের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়ও ভোটের লড়াইয়ে এ বারই প্রথম।কিন্তু এই অভিযাত্রাকে বাদ দিলে বাকি আট জনের ক্ষেত্রে তা নয়। তাঁরা আগেও ভোটের ময়দানে লড়েছেন। কেউ জিতেছেন। কেউ হেরেছেন। কারও কারও জেতা-হারা দুইয়েরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন দমদমে সিপিএম প্রার্থী করেছে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীকে। সুজন যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ। পাশপাশিই, তিনি ছিলেন যাদবপুরের বিধায়ক। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে যাদবপুরে তৃণমূলের প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন সুজন।মেদিনীপুর কেন্দ্রের সিপিআই প্রার্থী গাত লোকসভাভেদে ওই আসন থেকে লড়েছিলেন। কিন্তু হেরে গিয়েছিলেন। তৃতীয় হয়েছিলেন তিনি। মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষ। ওই আসনে গত লোকসভায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন তৃণমূলের মনস চুঁ ইয়া। আসনসােলের সিপিএম প্রার্থী হিসাবে লড়ছেন জাহানারা খান। তিনি এখন দলের মহিলা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী। পাশাপাশিই রাজ্য

কেজরিওয়ালকে আবার সমন ইডির, ২১ মার্চ হাজিরার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ :এবারর ৯ বার। এই নিয়ে টানা ৯ বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠালো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টেটে (ইডি)। রবিবার তাকে সমন পাটিয়ে ২১ মার্চ হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার ইডির তলব এডান কাজীরা। তাই কেজরিকে হাজিরার নির্দেশ দিয়ে ছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। শনিবার সশরীরে হাজিরা দেন তিনি। যদিও আদালতে হাজিরা দিয়েই আগাম জামিন পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।প্রসঙ্গত, রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে কেজরিওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ চালানিয়েছিল ইডি। অভিযোগ করা হয়েছিল, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায়

ধারার অধীনে আগামীকাল (সোমবার) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টি (এএপি) সূত্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন জারি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, দিল্লি জল বোর্ডে বেসাইনি টেন্ডারিং ও অন্যান্য অর্থ তহরুপের তদন্ত করছে

বামেদের প্রথমদফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন বিমান,বামেদের প্রার্থী তালিকায় ’তরুণ মুখ ৮টা

ইডি।এদিকে, দিল্লি জল বোর্ড মামলায় কেজরিওয়ালকে সমন পাঠানোর বিষয়ে তেপ দেগেছে তাঁর দলা এএপি নেত্রী অশ্বিনী বসেজেন, দিল্লি জল বোর্ডের এই বিষয় সম্পর্কে কেউ জানে না, এই সমন পাঠানো হচ্ছে কারণ প্রধানমন্ত্রী মৌদি



রাজু আনসারী, সুতিঃশীতের বিদায় কালে বসন্তের আগমন। আর এই বসন্তের ছোঁয়া যেন একে অপরকে করে তোলে রঙীন। দোলের আরজে মেতে উঠেছে বন্ধবাসী। বসন্তের রঙ যেন অমলিন। তাই বসন্ত উৎসবের তালি নিয়ে সামিল অরঙ্গবাদের সায়নী ডান্স অ্যাকাডেমী। ১৬ই মার্চ শনিবার মুর্শিদাবাদের সুবির অরঙ্গবাদ ঘোষ মার্কেট নাথগেটে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। সায়নী ডান্স অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে অবিরমুখর হয়ে বরণ করা হয় বসন্ত উৎসব। একে অপরকে রঙ মাখিয়ে শুরু হয় এদিনের জাকজমকপূর্ণ নৃত্যনুষ্ঠান। প্রত্যেক নৃত্যশিল্পী বর্ণিল সাজে পরিবেশন করে তাদের অসাধারণ নৃত্য। কচিকাচা থেকে শুরু করে বড়ো - সকলেই মেতে উঠেন এদিনের বসন্ত উৎসবে। এলাকার বিশিষ্ট জনেদের পাশাপাশি, কিশোরী - যুবতী সহ অভিভাবক-অভিভাবিকারা সামিল হন এই বর্ণাঢ়্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। নৃত্যশিল্পীরা তাদের নাচের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বসন্ত আগমনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে এই ধরনের বসন্ত উৎসবের আয়োজন দেখে নৃত্যালয় অ্যাকাডেমির প্রশংসায় পঞ্চমুখ সুবিসাঙ্গী।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হওয়া বিজেপি কর্মী

বালুরঘাট,১৭মার্চঃতৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হওয়া বিজেপি কর্মীকে দেখতে বালুরঘাট থেকে ছুটে এলেন বালুরঘাটের সাংসদ পদপ্রার্থী ড. সুকান্ত মজুমদার। তিনি গত শনিবার রাত দশটা নাগাদ গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পা রাখেন। কথা বলেন আহত বিজেপি কর্মী জয়দীপ দাসের সঙ্গে।প্রসঙ্গত , জয়দীপ দাসের পরিবারের অভিযোগ- ভারতীয় জনতা পার্টি করার অপরাধে নির্মমভাবে প্রহার করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। যদিও এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ত্ব।বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই বিজেপি কর্মী। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। খোঁজ নেন দলীয় কর্মীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে।টায়াজ উভয় পক্ষের তরফে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জানা গেছে অত্যন্ত বক্তির নাম জয়দীপ দাস (৪০) বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের ৩২ বৈরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটন দাসপাড়া । এলাকা।পেশায় গাড়িচালক।স্থানীয় সূত্রে খবর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাটন ১৮৫ নম্বর

জেলাশাসক রা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দিতে পারেন। জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে এসে গুজরাটের আমোলাবাদে বসবাসকারী ১১৬৭ জন হিন্দু শরণার্থীকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উদ্বৈগ প্রকাশ করেছেন যে তাঁরা আবগারি বিষয়ক মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে পারবেন কিনা...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার জন্য একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা শুরু করা হচ্ছে।

শীতের বিদায় কালে বসন্তের আগমন

আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত দত্তাত্রেয় হোসাবালে, দায়িত্বে থাকবেন ২০২৭ পর্যন্ত



নাগপুর, ১৭ মার্চ :পুনরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ পদে নির্বাচিত হলেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। রবিবার অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে, দায়িত্বে থাকবেন ২০২৭ পর্যন্তগত ১৫ মার্চ থেকে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে শুরু হয়েছে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। রবিবার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। ২০২১ সাল থেকে সরকার্যবাহ পদের দায়িত্ব পালন করছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। আরও ৩ বছরের জন্য অর্থা ২০২৭ সাল পর্যন্ত আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে।

বজালির ধুমরকুর দৈনিক বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ছাই ছয়টি দোকান

বজলি (অসম), ১৭ মার্চ : বজালির ধুমরকুরে অবস্থিত দৈনিক বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়টি দোকান সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা আজ রবিবার ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বজালি এবং ভবানীপুর থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কাষার রিগেড এবং পুলিশের বিশাল দল। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গোটা বাজার সমেত এলাকা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি ছয়টি দোকানঘর।পুলিশের ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন আগুনের সূত্রপাত। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে দেওয়াল লিখন হাসনাবাদে

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদলোকসভা ভোটের নিষিট প্রকাশিত হয়েছে।অবশ্য তার আগেই সাধারণ সবকটি কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষনা করেছে তৃণমূল। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ, বর্তমানে হাওয়াি বিধানসভার বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম কো বেশ কিছুদিন ধরে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তারপর সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি।তাই সাংগঠনিক শক্তি কে হাতিয়ার করে হাজী নুরুল ইসলামে ভর করেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করছে তৃণমূল কংগ্রেস।নাম ঘোষনার পর থেকেই পূর দস্তুর প্রচারে নেনে পাচ্ছেন বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকার কর্মী সমর্থকরা।রবিবার হাসনাবাদ পাটলীখানপুরে দেওয়াল লিখন ছাই নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা সভা করলো তৃণমূল।স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি পিঙ্গু মোল্লার নেতৃত্বে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ত্ব ও বৃথ সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়।পাটলীখানপুর অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসই লিড পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন এই তৃণমূল নেতা।সদেশখালির ঘটনার কোনো প্রভাব ভোট ব্যঞ্চে পরবে না বলেই মনে করেন পি ন্টু মোল্লা।

গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়



দক্ষিণ দিনাজপুর,১৭ মার্চঃসোমবার১৮ ই মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।বালুরঘাট লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে ঘিরেজেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এখন সাজো সাজো রবচালচ্ছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হস্তক্ষেপ।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তারক্ষীরা এসে পৌঁছেছেন গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে। নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন তারা।সেইসঙ্গে এদিন হেলিকপ্টার ট্রায়াল দিতে আসেগঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে।প্রসঙ্গত এবারে বালুরঘাট লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র।নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর কন্সমের প্রচারণ।এরই মাঝে বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে সোমবার গঙ্গারামপুরে জনসভা করতে আসছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

আগুনে পুড়ে ছাই দুই ভাইয়ের ঘর সহ বাইক,ছাগল!!

মালদা১৭মার্চঃবিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দুই ভাইয়ের তিনটি ঘর।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে রবিবার মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মাধাইপুরা গ্রামোদমকলের একটি ইঞ্জিন ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে খবর।এই নিয়ে এদিন গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।আগুনে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে দুই ভাই লুফাদান্দার বিশ্বাস ও রুমা বিশ্বাস।তবে আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া না গেলেও সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দুই ভাইয়ের তিনটি শোয়ার ঘর,একটি বাইক,পাঁচটি সাইকেল,একটি ছাগল,আসবাবপত্র,নগদ টাকা,অলঙ্কার এবং বাড়িতে মজুত রাখা শস্য ও জমির দলিল প্রভৃতি।ক্ষয়ক্ষতির বিপংগ্য প্রায় তিন লক্ষাধিক বলে অনুমান।স্থানীয় সূত্রে

জানা যায়,রুমা বিশ্বাসের ঘরের পাশে বিচালীর গালা থেকে আচমকাই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।সর্বপ্রথমে রুমার বাড়িতে আগুন ধরে।এরপরেই চোখের নিম্নেয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।একের পর এক ঘরে আগুন লেগে যায়।স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।তবে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।প্রায় ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিষন্ত্রণ আনে দমকল বাহিনী।বর্তমানে পরিবার দুটি সর্বশ্ব হারিয়ে পলিথিন টাচিয়ে খোলা আকাশের নিচে চাই নিয়েছে।ক্ষতিগ্রস্ত রুমা বিশ্বাস বলেন ‘পরনে কাপড় ছাড়া কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।তবে এগুনটা কিভাবে ছড়ানো তা কিছুই বলতে পারছি না।’

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,১৮ মার্চ সোমবার, ৪ চৈত্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনান্দ, কলিঃ৫২২৩, সৌরঃ৪৪চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৪চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৩মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চৈত্র, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপিন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃগুপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দক্ষ ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবিজিৎ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিঃযোগঃঅভিজিৎ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫০ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ২৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩৩ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৫ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহসূচী (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃসূরঃ ২২১৫ঃ৫০ (৭) ১ পদঃসূরঃ ৯২৭৫ঃ৩৯ (২৩) ২ পদঃবৃঃ ০২২২ঃ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ৯২২৩ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০৮১ঃ৩৬ (২৪) ১ পদঃশুঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদঃরাহুঃ ১২২৭ঃ৫৩ (৩) ২ পদঃকেতুঃ ৭২২৭ঃ৫৩ (১৬) ৪
আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২১) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৯শতকরা এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত খাউ উচিত। বৃষত রাশিঃশুক্রাশুনা শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আর্থিক নেনদেনে অবছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষে হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট হবে মিথুন রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। একদিনের জন্য কর্কট রাশিঃমেজাজের গোমালন একটি বিতর্ক এবং রোমাঞ্চাদর দিকে এগোতে পাচ্ছে সিংহরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। তুলারাশিঃআপনি কিছু অ্যাহাধেরে সন্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লাপ্তি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে থনু রাশিঃ আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ বা হয়ে দেখা দেবেন- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদেরে বিপদস্ত করবে। মকর রাশিঃআপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক চাপ সন্ত করতে পারে কিন্তু এই চাপ নষ্ট করতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেদের জড়িয়ে রাখুন। কারো কারো কুণ্ড রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতা আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পরয়া লাগণো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যারা নীন রাশিঃসেইস্বার্থে দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত বলে এনে দেবে এবং প্রভাবী করে

বিজ্ঞাপন খোলার কাজ শুরু নির্বাচন কমিশনের



নিজস্ব সংবাদদাতা, **উল্বেড়িয়া, ১৭ মার্চঃ** গতকাল লোকসভা নির্বাচনের নির্ধণ্ত ঘোষণা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়েছে এদিন থেকেই। নেয়মামফিক সরকারি ব্যানার-পোস্টার খোলার কাজ শুরু হয়ে গেল জেলায় জেলায়। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হতেই রবিবার সকাল থেকেই হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়ায় প্রশাসনিক ভবন চত্বরে থাকা একাধিক সরকারি ব্যানার পোস্টার খোলার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশনের আধিকর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২০-শে মে হাওড়া এবং উলুবেড়িয়া দুটি আসনের নির্বাচন। ৪টা জুন গণনা। দীর্ঘদিন রইছে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ কবে ঘোষণা হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে গতকাল নির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপরই তৎপরতা শুরু হয়ে গেল নির্বাচন কমিশনের।

সরকার পক্ষের উপ মুখ্যসচেতক হচ্ছেন দেবাশিস কুমার

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চঃ বিধানসভায় সরকার পক্ষের উপ মুখ্যসচেতক হচ্ছেন দেবাশিস কুমার। বরানগরের বিধায়ক তাপস রায় পদতাগ করার ওই পদ শূন্য ছিল। সে জায়গায় রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশীষ কুমারকে নিযুক্ত করা হবে বলে তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়র কাছে নতুন উপমুখ্য সচেতকের নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে। অধ্যক্ষের অনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেলেই দেবাশীষ বাবু সরকার পক্ষে নতুন উপমুখ্য সচেতক হিসেবে কাজ শুরু করবেন বলে জানা গেছে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর

দূরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৭ মার্চঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সিভিক ভলেন্টিয়ার কে মারধোর হাসনাবাদে।আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুদীপ্ত মণ্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। হাসনাবাদ থানার ডবানীপুরের চিমাটা এলাকায় সুদীপ্ত মণ্ডল সহ তার চার ভাইয়ের ছয় বিধা জমি আছে। সেই জমি নিয়ে বহুদিন ধরেই সমস্যা চলছে। সুদীপ্ত মণ্ডল ও তার পরিবার আদালতের রায় নিয়ে হাসনাবাদ থানা কে লিখিত বিস্তারিত জানান। রবিবার সেই জমিতে সরষে কাটতে যান তারা। সেই সময় স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার দলবল সুদীপ্ত মণ্ডল ও তার পরিবারের উপর চড়াও হয় ও মারধর করে বলে অভিযোগ। সুদীপ্ত মণ্ডলকে আহত অবস্থায় প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়, তারপর তাকে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। বিষয় টি হাসনাবাদ থানায় জানানো হয়েছে বলে জানান সুদীপ মন্ডলের ভাই সুমন্ত মন্ডল। তিনি আরও জানান তারা আতঙ্কে রয়েছেন কারন তাদের কে ছমকি দেওয়া হয়েছে।

পাণ্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটপ্রচারের কাজ শুরু করলেন

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ মার্চঃ প্রচারের প্রথম রবিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনেত্রী প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সকালে পাণ্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের কাজ শুরু করবেন বিরোধীপক্ষ কী করছে, কাকে গালিগালাজ করছে তা দেখার সময় আমার নেই লড়াই চাই না, ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করব হুগলি জুড়ে ঝোড়ো প্রার শুরু করে দিয়েছেন দিদি নম্বর ওয়ান। রবিবারসীয় প্রচারেও সিমলাগড় কালি মন্দিরে পুজো প্রচার শুরু করলেন । রাজনৈতিক লড়াই কতোটা? চিরপরিচিত হাসি দিয়ে রচনা বলেন, ‘মানুষের ভালোবাসা দিয়েই ভোটে জিতব।’ কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী তিনি। লোকসভা নির্বাচনের নির্ধণ্ত ঘোষণা হয়েছে শনিবার । আর প্রচারের প্রথম রবিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনেত্রী প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে পাণ্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের কাজ শুরু করেন। বিরোধী প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সে তাঁর কাজ করুক, আমি আমার কাজ করব। হুগলি লোকসভা পুনরুদ্ধার করার যাবে কিনা সেই প্রসঙ্গে তাঁর মত, ‘আমরা ১০০ নিশ্চিত। হুগলির মানুষের উপর ভরসা আছে, দিদির উপর ভরসা আছে, আমরা জিতবো। লকেটের সঙ্গে দেখা হলে ওনাকেও



নমস্কার করবে এখন সবাইকেই নমস্কার করছি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রচনা বলেন, ‘দারুণ সারা পাচ্ছি। আমি অভিবৃত্ত এবং ভারতে পারিনি হুগলির মানুষ আমাকে এমন ভাবে সমর্থন করবে, পাশে থাকবে। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই মানুষ ভালোবাসা আশীর্বাদ পাচ্ছি। আগামীদিনে যেন তাঁদের পাশে থাকতে পারি, সেটাই আমার মূল লক্ষ্য।’ মানুষের ভালোবাসা দিয়েই ভোটে জিতব। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়া শুরু হয়েছে। যা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে গেরুয়া শিবিরকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিরোধী পক্ষ নিয়ে কোন বক্তব্য নেই। আমি আমার দলের জন্য এসেছি। আমার দলকে যে জেতাব। বিরোধীপক্ষ কী করছে, কাকে

এক সাথে পাঁচটি ভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললেন নামখানা ব্লকের তরুণ কবি

দূরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৭ মার্চঃ একদিনে এক সাথে পাঁচটি ভিন্ন ঘরানার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দেবনগর গ্রামের তরুণ কবি ধ্রুব বিকাশ মাইতিছোটা বেলা থেকেই কবিতা লেখার প্রতি ছিল তাঁর আগ্রহ। আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষা মাদের গর্ব। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। মৌশুনী কো-অপারেটিভ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক শিক্ষা শেষ করে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরশিক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর করছেন। বয়স এখনও পঁচিশ না পেরোলেও সফলতার পেছনে থাকে অনেক বাধা বিশিষ্ট। সেইসব পার করে তিনি ডিল তিল করে গড়ে তুললেন এক নতুন ইতিহাস।



তারপর ২০১৯ সালে নবীন হাতে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন অনুপমা তারপর ওই ব্লকে সমুদ্র জানালা কবিতা পত্র নামে এক গোষ্ঠিতে মাঝে মধ্যে কবিতা নিয়ে

আলোচনায় বসেন। প্রকাশিত অনুপমা কাব্যগ্রন্থের পর গোছানো প্রচারণা জল, নদী ভর্তি কবিতার নৌকো (২০২১) ও প্রতিটি পায়ের শব্দ এবং কবিতা লেখনীর ওপর

ভিত্তি করে বেশকিছু প্রতিযোগীতায় পেয়েছেন পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক অপুর কুমার দাস বলেন, ধ্রুব বিকাশ মাইতির একসঙ্গে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ এক অনন্য ঘটনা। মাত্র ২৫ বছর বয়সে এই সাফল্য আগামী দিনের বহু যুবক-যুবতী যারা সৃজনশীল কাজকর্মে আগ্রহী তাদের প্রেরণা যোগাবে। ধ্রুব বিকাশ সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে যে সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখার প্রতি আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তারই প্রতিফলন ঘটেছে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে। আগামী দিনে তিনি যে দীর্ঘ পথের পথিক হবেন তাতে কোনো সন্দ্ব্ষ নেই। ধ্রুবর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অথবা জলাক্রে কাব্যগ্রন্থটি আধুনিক কবিতা। বোতাম বিম্বাসের মতো কাব্যগ্রন্থটি হাইকু জাতীয় কবিতা। বান্ধবী মূলত সিরিজ

কবিতা। পাথর চাপা চিংকার কাব্যগ্রন্থটি স্বাধীন গদ্য কবিতা। এবং চাঁদ হাতে কুরুক্ষেত্র কাব্যগ্রন্থটি অনু-পরমাণু কবিতা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় এপর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার সবগুলো নিয়েই কি এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ? উত্তরে জানান না, কমপক্ষে ৫-৬টি কবিতা থেকে ১-২টি কবিতা বাছাইয়ের মাধ্যমে এক-একটা কাব্যগ্রন্থ নির্মিত। পাঠকমহলে থেকে কবিমহলের অনেকে প্রশংসিত করেছেন কবি ধ্রুব বিকাশকে। তার শিক্ষক থেকে পাঠকেরা বলছেন প্রতিটি বইয়ের প্রায় কবিতাগুলো মন জয় করার মতো। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। সমুদ্র জানালার কবির। বলেন ওর ভাবনা চিন্তার সাথে লেখনীর হাত অনেক মজবুত। এই বয়সে এমন ভাবনা আমাদের সকলের মনে বিম্বয়ের পদচারণ ঘটিয়েছে। ও অনেকদূর এগিয়ে যাবে। ওর অনেক সফলতা কননা করি।

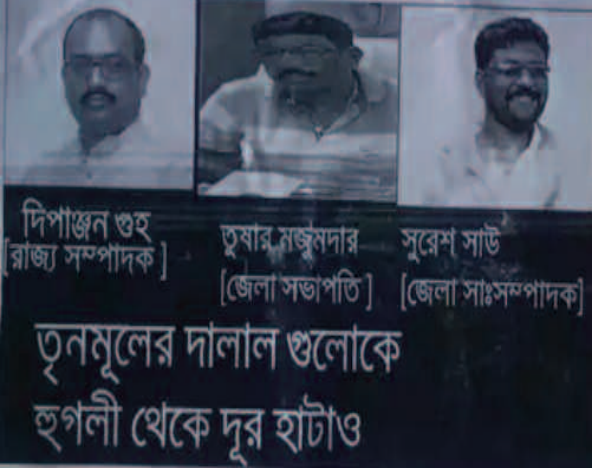
দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ মার্চঃ সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলল ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। রবিবার বাঁকুড়া শহরের গান্ধী বিচার পরিষদের সভাগৃহে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব। এদিন বাঁকুড়া জেলার পাটকপাড়া রামানন্দ ভবন থেকে ফুলাডাঙ্গা স্থিত গান্ধী বিচার পরিষদ পর্যন্ত একটি সম্প্রীতি দৌড় এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডাঃ গৌতমবুদ্ধ সুরাল। অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী সদস্য, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, সভাপতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট। এবং শ্রী শশোক সেনগুপ্ত কনসাল্টিং এডিটর হিন্দুস্থান সমাচার। অনুষ্ঠান সভা কর্ম্ম থেকে এদিন তারা গণমাধ্যমে কথী সংগঠনের ডুমিকা এবং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এদিন সকালে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের নিয়েও একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞাপি নেতাদের ছবি দিয়ে পোস্টার পড়ল হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়



দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ মার্চঃ পোস্টার খিরে চাঞ্চল্য হুগলিতে। এবার বিজেপি নেতাদের ছবি দিয়ে পোস্টার পড়ল হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির রাজনৈতিকমহলে। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল। যদিও পালটা তৃণমূলের দাবি, তাদের এই ধরনের কাজ করার সময়ই নেই। তারা নিজেদের প্রার্থীর প্রচার নিয়েই ব্যস্ত। হুগলির বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ধোপা ঘাট এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ওই ধরনের পোস্টার দেখা যায়। পোস্টারে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তুষার মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ এবং রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহর ছবি দিয়ে

বিজেপি নেতাদের ছবি দিয়ে পোস্টার পড়ল হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়



৩ - ৪ জনের নামে দেওয়াাল লিখনও হয়েছে। লকেট প্রার্থী হওয়ার পর ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। গতকাল আমাদের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধুর থেকে

করতে চাইছে তৃণমূলকে আসনটায় জিততে বিজেপিই সাহায্য করেছে, এটা ওদের নাটক ছাড়া কিছুই নয়। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও হুগলির বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারকে খিরে ছড়িয়েছে বিতর্ক। কিছুদিন আগে খন্যানে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দেখা যায় পোস্টার। সেখানে লেখা ছিল পাঁচ বছরে লকেট দিদির দেখা নাই, তাই এবারে এখানে বিজেপির ভোট নাই। আবার কয়েকদিন আগে, জেলার উত্তর চন্দননগরের তালডাড়া, সরিষাপাড়া, বোড়হিচণ্ডিতলা, লক্ষীগঞ্জ বাজারে মতো এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠি পোস্টার আকারে সাঁটানো থাকতে দেখা যায়। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, মৌলিজি আমাদের বাঁচান লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে।

কুলতলিতে কর্মী সভা ও মহামিছিলে অংশ নিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল

দূরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ মার্চঃ শনিবার ভোট ঘোষণার পরে প্রথম রবিবারসীয় ভোট প্রচার জমিয়ে দিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা দুবারের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।এক সপ্তাহ আগে তৃনমূল কংগ্রেসের দলের তরফে তৃতীয় বারের জন্য প্রতিমা মন্ডলের নাম ঘোষণার পর থেকে একদিনের জন্যও প্রচারে কোনো ঘাটতি রাখে নি প্রতিমা মন্ডল।

জয়নগরের বহু জাগ্রত ধ্বস্তরী কালী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছে এক সপ্তাহ আগেই। জয়নগর, বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং, মগরাহাট বিধানসভা এলাকায় প্রচারের পর রবিবার



কুলতলি বিধানসভায় প্রচার করলেন বিদায়ী সাংসদ।এ দিন কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে কুলতলি

ইহিতে জামতলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মহামিছিলে অংশ নেন তিনি। এদিন এই মহামিছিলে বিদায়ী সাংসদ, বিধায়ক,জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিন কয়েক হাজার তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা এই মহা মিছিলে পা মেলালেন। এদিন এই এলাকার মানুষের কাছে তৃতীয় বারের জন্য সংসদে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করেন তিনি। তিনি বলেন সুন্দরবনের উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করতে আপনাদের আশীর্বাদ আবার চাই। আমি সুন্দরবনের উন্নয়নে বাকি থাকা কাজ গুলোকে শেষ করতে চাই।

শিলিগুড়িতে ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডে রক্তদান উৎসবের আয়োজন

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চঃ শিলিগুড়ি লাইনস তেরাই আধিরনের উদ্যোগ ও শিলিগুড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনায় এদিন একদিনব্যাপী রক্তদান মহা উৎসবের আয়োজন করা হলো। এদিন সকাল থেকেই এই রক্তদান মহা উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উদয়ন সমিতিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনেকেই এই রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেন।

পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকার মানুষজন চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে যান। প্রসঙ্গত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি জানান শুধু রক্তদান শিবির নয়, রক্তদান উৎসব। রক্তদান জীবন দান এই বার্তা নিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয় এ দিন।

মানুষের হৃদয়ে নাম লেখা আছে তাই দেওয়াল লিখনের কোন প্রয়োজন নেই ঃ বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ মার্চঃ শনিবার লোকসভা নির্বাচনের নির্ধণ্ত প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রবিবারসীয় প্রচারে বড় তুলতে মরিয়া ছিলো সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপি আইএমের প্রার্থী তরুণ ও লডাকু যুবক সৃজন ভট্টাচার্য। রবিবার সকাল থেকেই বাম কর্মী সমর্থক. দের সঙ্গে নিয়ে জনসংযোগ ও পদযাত্রার মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের চোখে পড়লেও তেমন ভাবে চোখে পড়েনি সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের দেওয়াল লিখন। সেই দেওয়াল লিখন বিষয় নিয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করা হলে রবিবার প্রচারের মাঝে তিনি বলেন, কার্যক লিখ নাম সে নাম ছিঁড়ে যাবে কিন্তু মানুষের হৃদয়ে লেখা নাম সে নাম রয়ে যাবে। দেয়ালের নাম লিখলে সেই দেওয়ালের লেখা নাম কোন একটা সময় মুছে যাবে আদি মানুষের হৃদয়ে নাম লিখতে চাই। রবিবার বার্কইপুরের পদাণুকুর থেকে শিবানী পিঠ পর্যন্ত একটি জনসংযোগ পদযাত্রা করেন সিপিআইএমের প্রার্থী

সৃজন ভট্টাচার্য। একটা সময় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র ছিল বামদের শক্ত ঘাঁটি কিন্তু এখন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে মানুষের হৃদয়ে নাম লেখার লক্ষ্যে নেমে পড়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সৃজন ভট্টাচার্য এদিন আরো বলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে যে সকল দেওয়ালে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীদের নাম লেখা হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য করবেন সেই সকল দেওয়াল গুলিতে দেখবেন লাল রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। কার্যতও লাল রং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা তুলে ধরে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষের কাছে আদর ভোটের প্রচার করতে গিয়ে মানুষেরি স্কেভ বিক্ষোভের কথা স্মনছি, তারা বলছে লাল এগিয়ে যাবে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই জোর কামে নেমে পড়েছে সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এখানে বিজেপির প্রার্থী ড অর্নিবাহ গাঙ্গুলি, তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ সিপিএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য ও এস ইউ সি আই প্রার্থী কল্পনা দত্ত নন্দর।চতুর্থী লড়াইয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র কার দখলে যাবে সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ৪ জুন।অন্যদিকে রবিবার বার্কইপুরে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলো তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

সাড়শ্বরে পালিত হল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ মার্চঃ সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলল ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। রবিবার বাঁকুড়া শহরের গান্ধী বিচার পরিষদের সভাগৃহে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব। এদিন বাঁকুড়া জেলার পাটকপাড়া রামানন্দ ভবন থেকে ফুলাডাঙ্গা স্থিত গান্ধী বিচার পরিষদ পর্যন্ত একটি সম্প্রীতি দৌড় এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডাঃ গৌতমবুদ্ধ সুরাল। অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী সদস্য, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, সভাপতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট। এবং শ্রী শশোক সেনগুপ্ত কনসাল্টিং এডিটর হিন্দুস্থান সমাচার। অনুষ্ঠান সভা কর্ম্ম থেকে এদিন তারা গণমাধ্যমে কথী সংগঠনের ডুমিকা এবং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এদিন সকালে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের নিয়েও একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।



অঙ্কন প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহণ করে কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী। পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হওয়ার পর উপস্থিত সবাই মিলে উদ্বোধনী সংগীত গাওয়া হয়। এছাড়া এদিন অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্টরাও উপস্থিত ছিলেন। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ফুলের তোড়া, মানপত্র, ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে এই দিনটিকে সামনে রেখে আয়োজিত হয় লিটল ম্যাগাজির মেলার। সংবর্ধনা দেওয়া হয় কুরমালি ভাষার লেখক ভরত মাহাতোকে ছাড়াও ভোরাই পত্রিকার সম্পাদক সুবল দত্ত কে। জানা যায় আঞ্চলিক সংবাদপত্রকে

সব্যসাচীর সমর্থনে পদযাত্রা করেন বিমান বসু

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ মার্চঃ রবিবারসীয় প্রচারে হাওড়ায় বাম প্রার্থী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে পদযাত্রা করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। হাওড়ার মন্দিরতলা থেকে বাজে শিবপুর পর্যন্ত ওই মিছিল হয়। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ইলেক্টোরাল বন্ডের বিস্তারিত প্রকাশের পর বিজেপির মুখেশ খুলে গিয়েছে। কত টাকা তারা পেয়েছে তা সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে। কারা কারা তাদের টাকা দিয়েছে এবং তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়কেই দেওয়া হয়েছে তাও আজ মানুষের সামনে চলে এসেছে। যেহেতু এটা দেশের সরকার বদলের ভোট তাই বিজেপির বিকল্প বামেরাই। সংবাদে মানুষের কথা বলার লোক চাই। কারণ কোটিগতি সাংসদদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি দলমত নির্বিশেষে মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাংবাদিক বৈঠক

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ মার্চঃ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। আগামী ২০মে পঞ্চম দফায় হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর-সহ ৭টি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিউ কালেক্টরেট ভবনের পথের দাবি হলে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়য়া, পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক জানান, হাওড়া জেলায় এবার মোট ভোটার ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩১। এরমধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ০১ হাজার ৭৬৫। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২০ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪৬। অন্যান্য ১২০। হাওড়ায় মোট ভোটকেন্দ্র ৪ হাজার ৬৯৫। এরমধ্যে শহরে ১ হাজার ৪২৮ এবং গ্রামীণে ২ হাজার ১৬৭। মহিলা ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৯৭। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা বিধানসভা রয়েছে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগানান, আমতা এবং উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া হাওড়ার ডোমজুড় এবং জগৎবল্লভপুর এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার জানান, এখনো পর্যন্ত ৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। এরমধ্যে শহরে মোতায়নে রয়েছে ৬ কোম্পানি এবং গ্রামীণ এলাকায় ৩ কোম্পানি মোতায়নে করা হয়েছে। গোটা ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাতা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৮ সংখ্যা, সোমবার, ৪ চৈত্র, ১৪৩০

পাকিস্তানের ফাটা রেকর্ড

এখনই কোনও রাষ্ট্র নেতার পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিনের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন শি জিনপিং। তিনি এবারে একক শক্তিকে লড়াই করছেন এবং পুরো চিনের কমিউনিস্ট দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন সেনাদের ওপরে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। ফলে চিন সেনারা শে জিনপিং এর আদেশ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা তাইওয়ান দখল করে নেওয়ার ব্যাপারে চিন ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং –এর নজর হলো অরুণাচল প্রদেশের ওপরে। গালওয়ান উত্কার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। রাশিয়ায় নির্বাচন শুরু হয়েছে। সেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিনও জয়লাভ করবেন এটা নিশ্চয়। বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হাসিনা যে জয়লাভ করবেন সেটা শুধু ঘোষণা করার অপেক্ষায় ছিল। কারণ কোনও বিরোধী শক্তিশালী নেতারা আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। যার ফলে শেষ হাসিনার দল অতি সহজেই জয়লাভ করতে পেরেছে। যদিও হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা একেবারে অসম্ভব ছিল। কারণ তিনি এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু পুতিন জনপ্রিয় হয়ে পারছেন না। তার একটি মাত্র কারণ উর্জকেন্ন যুদ্ধ। এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াষ যেভাবে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করছে তাতে প্যালেস্টাইনদের ওপরে আঘাত আসতে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তপুঞ্জ বিচলিত। কিন্তু করার কিছুই নেই। কারণ প্যালেস্টাইনের লোকেরা হামাসকে ভয়ে জায়গা দিয়েছে। তাদেরকে ওপরে কোনও রকম ভাবে গলা উড়িয়ে কথা বলতে পারেনি প্যালেস্টাইনের বাসিন্দারা। তার ফলে হামাসের জন্যই প্যালেস্টাইনের নিরীহ লোকেরা অশান্তিতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাহনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল না। শোনা যাচ্ছে নাকি তাঁর স্বীকে জেলে আটকে রেখে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এদিকে নওয়ার শপিফ প্রধানমন্ত্রী হননি। তিনি দল দেখাশুনা করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এদিকে ভারতের সিএএ এবং রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে বাঁকা কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তান। ভারত এটাকে ভাঙ্গা রেকর্ড বলেছে। পাকিস্তান এবারে রাস্তপুঞ্জে ‘ইসলামাফেবিয়ার মোকাবিলা’ শীর্ষক প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। সেখানে চিন সহ ১১৫টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে দাট দেয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া সহ ৪৪ টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। ভারতের সিএএ এবং রামমন্দির নির্মাণকে ইসলামাভীতে বলে উল্লেখ করেছেন রাস্তপুঞ্জে পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রতিনিধি মুনীর কাক্স। ভারতের রাস্তপুঞ্জের প্রতিনিধি রুচিরা বলেছেন একটা অনির্কটা অক্রমা তরেকর্ডের মতো। পাকিস্তান সেটাই বাজিয়ে চলেছে। এদিকে আমেরিকাও সিএএ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে ভারত থেকে বলা হয়েছে এটা ভারতের অভ্যুত্থানী ব্যাপার। বেশ কিছু ইসলামিক দেশ ভারতের সিএএ এবং রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে ভারত বিরোধী প্রচার করতে শুরু করেছে। এদিকে ভোটানের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে চিন। চিন একন ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত বিরোধিতা করার সুযোগ তৈরি করছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদি যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে মোদি ফিরলেই আবার নতুন করে ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরি করবে।

পশ্চিম এশিয়ার শান্তি ?

পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হলে সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কোনও রকম আপোষ করা চলবে না। প্য্যালেস্টাইন সহ সমস্ত ইসলামিক দেশগুলিকে শপথ গ্রহণ করতে হবে তারা দেশ জন্দিদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে না এবং কোনও রকম সাহায্য ককবে না। জঙ্গি মুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য ইরাক, ইরান, ফিলিস্তান, প্যালেস্টাইন থেকে শুরু করে মিশর আমির শাহী, লেবানন, সিরিয়া সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে করে কোনও রকমভাবে সন্ত্রাসবাদী শি্বর গড়ে সেখানে না উঠতে পারে। জঙ্গি শি্বর তৈরি হলে তা অবিলম্বে ভেঙে ফেলে দেওয়ার পাশাঞ্জাশি জঙ্গি মুক্ত এলাকা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন হলে ইজরায়েলের সহযোগিতা নিতে পারে ইসলামিক দেশগুলি। ইজরায়েলকে ইসলামিক দেশগুলি শত্রু দেশ বলে গণ্য করে থাকে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ইজরায়েল কিন্তু কারো শত্রু নয়। সে কিন্তু শান্তিতে বসবাস করতে চায়। কিন্তু ইজরায়েল নিজস্বের আত্মরক্ষা জন্য অস্ত্র তৈরি করেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে ইজরায়েল বিজ্ঞানের দিক দিয়ে খুবই উন্নত। আমেরিকা এত বেশি উন্নত নয়। ইজরায়েল যত বেশি করে আক্রমণে হতে থাকতে ততই ইজরায়েল শক্তিশালী হতে থাকবে। এবারে হামাস হঠাৎ করে পাঁচ হাজার ক্ষেপনাস্ত্র ইজরায়েল ভূখণ্ডকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ছিল। তার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার ক্ষেপনাস্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে আয়রন ডোম। কিন্তু বাকি পাঁচশোকে ধ্বংস করে দেওয়ার সময় বের করতে পারেনি। তার ফলে সেই সব হামামাস ক্ষেপনাস্ত্র ইজরায়েলের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। তাতে ইজরায়েলের বেশ কিছু নিরীহ জনগণ মারা যায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে ইজরায়েল। তারা এবারে এমনভাবে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে যে গাজা নামে কোনও স্থান ছিল তা মানচিত্র থেকে মুছে ফেলাবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন মায়ের প্রতি ভক্তসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশীর্বাদ করবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব



মা সারদা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে রক্ষা নিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভ শক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি

আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গায়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে হৃদয় করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে একজন সে হচ্ছে নরেন। মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানের কাজ। মাতৃ ধর্মকে যনি সঠিকভাবে পালন করতে পারেন তিনি বিশ্বকে জয় করতে পারেন। বিশ্ব পিতা আছেন বলেই আজকে জগতটা বেঁচে রয়েছে। বিশ্ব মাতা রয়েছেন বলে সৃষ্টি হতে পারছে। মায়েরা সৃষ্টি করে যান। তাদের এক মাত্র সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার পিনে নার শক্তি কাজ করেছে। তাঁর লেখা বই এ হারিয়ে যাওয়া

এবারেও লোকসভার নির্বাচন ‘সাত পাকে বাঁধা’ বাংলায় কি সন্ত্রাস মুক্ত নির্বাচন করা সম্ভব হবে?

রবীন্দ্র কুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গে কি সন্ত্রাস মুক্ত ভোট হতে পারে? তা নিয়ে সবার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে লোকসভার নির্বাচন হচ্ছে সাত দফায় পশ্চিমবঙ্গে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে সাত দফায় ভোট হচ্ছে। এইগুলি বড় রাজ্য সেই কারণে এই সব রাজ্যে সাত দফায় ভোট করতে আগ্রহী নির্বাচন কমিশন। অতীতে ভোট সন্ত্রাসের কথা মনে রেখেই এবারে এই সব রাজ্যে সাত দফার নির্বাচন করা হয়েছে। এবারে আরও বেশি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হ্যাট্টিটিক করার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপি দলের আশা যে এবারে বিজেপি লক্ষাধিক আসন নিয়ে সংসদে উপস্থিত হবে। বিজেপি দলের এখন প্রধান মুখ হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এখন আর সামনের সারিতে নেই। তিনি এখন তাঁর দফতর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেই স্বরাষ্ট্র দফতর দিয়ে তিনি সারা দেশের ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এখন ব্যস্ত তাঁর সামরিক দফতর নিয়ে। লোকসভার নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি বেশ নিশ্চয় দিতে পারছেন না। তবে তিনি লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের অবস্থা আগের চেয়ে ক্রমশ প্রভাব হারাতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ কংগ্রেসের যে দক্ষতার সঙ্গে বিজেপি দলের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করার কথা ছিল সেটা করতে পারলো না। জোট ইণ্ডিয়া কার্যত অকেজো হয়ে গেল। এদিকে বাংলায় সন্ত্রাস মুক্ত লোকসভার ভোট হয় কিনা তা নির্ভর করছে বাংলার বাসিন্দাদের ওপরে। অর্থনীতিবিদ অল্লান দত্ত তাঁর ‘ফর ডেমোক্রাসি’ থেচ্ছে লিখেছিলেন যে দেশের মানুষ ভোট কথটা সঠিক মানে জানেন না সেখানে গণতন্ত্র কতখানি সফল হতে পারে তা বোঝা খুবই মুশকিল। রাজনৈতিক দলের



সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেভাবে নির্বাচনী চ্যার করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে ভোটাররা আকৃষ্ট হাছিল না। ধারালো উদাহরণ বক্তব্য দেতিে পারেন একমার মোদি। তিনি একের পর এক একটি ধারালো দৃষ্টান্ত তুলে ধরে যেভাবে নির্বাচনী বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে বলা যেতে পারে একটি শিল্প। শৈল্পিক নির্বাচনী বক্তব্য কীভারে রাখতে হয় সেটা মোদির কাছ থেকে সকলের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এদিকে রাখল গান্ধি ভালো বক্তা নন। রাজনীতি করতে এসে যদি ভালো বক্তা না হওয়া যায় তাহলে কিন্তু ভোটারদের মনকে জয় করাটা খুবই মুশকিল। সনিয়া গান্ধি এখন আর ভালো করে বক্তব্য রাখতে পারেন না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর বয়স। তিনি এই বয়সে রাজনীতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না। আর কোনও উত্তরসূরি তৈরি করে দিতে পারছেন না। রাখল গান্ধি বা প্রিয়ঙ্কা গান্ধির সমানে বহু সুযোগ এসেছে নিজেদের নেতা করে গড়ে তোলার। যদিও প্রিয়ঙ্কা কিছুটা পেরেছে কিন্তু রাখল গান্ধির ওপরে সেই ভরসা করতে বক্তৃতা না। আসলে রাজনীতি করতে এসে যদি ভালো বক্তা না হওয়া যায় তাহলে কিন্তু তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক নেতা হওয়াটা খুবই মুশকিল। রাজনীতিতে বক্তৃতা একটি শিল্প। এই শিল্প দিয়ে মানুষের মনকে জয় করা যেতে পারে। সেখানেই একটি বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করে কোনও লাভ হল না। আবাই আবার যে যার স্বার্থকে সামনে রেখে লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় স্তরে আর কোনও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দল নেই যারা বিজেপি দলের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। বিজেপি দলকে সমর্থন করতে

পারছেন না। শিক্ষিত মহলে তিনি সবার মনকে জয় করে নিয়ে পারেন। তাঁর শিক্ষিতমূলক ভাষণ দান করে। কিন্তু রাজনীতি দরবারে তিনি রাজনৈতিক মূলক বক্তব্য রাখতে পারেন না। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভালো বক্তা ছিলেন না। তিনি শিক্ষিত হতে পারেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি করা লোক নন। তিনি অধ্যাপক হওয়ার মতো ব্যক্তি। কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতিতে শিক্ষিত লোককের অভাব সেই সময়ে থাকার ফলে মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন সনিয়া গান্ধি। তখন সনিয়া গান্ধির দাপট ছিল। সেই দাপটের জেয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন মনমোহন সিং। বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখন সুবক্তাকে খুঁজতে দূরীবন চোখে লাগাতে হবে। ভালো সুবক্তার বড়ই অভাব। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এখন মোদি বিরোধিতা করা ছাড়া আর দ্বিকীয়া কোনও পথ খুঁজে বের করতে পারছেন না। পাকিস্তান যেমন কাশ্মীর ছাড়ার আর তাদের কোনও বিশেষ নীতি নেই। ঠিক সেই বরকম বিরোধী নীতি নেই। ঠিক সেই বরকম বিরোধ জোট বনুন আর ইণ্ডিয়া জোট বনুন তাদের এক মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মোদিকে আক্রমণ করা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, গির্জেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নন্ডা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ (যিনি মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন), স্মৃতি ইরানি কার্যের মুখ দিয়ে কোনও বরকম সাড়া জাগানোর নির্বাচনী বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায় না। তার ফলে এখন মোদিকেই সব দিকগুলোকে সামাল দিতে হচ্ছে। খুবই ঠাণ্ডা মাথায় তিনি সব দিকে নজর রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লড়াই করতে শুরু করেছেন তিনি। পাশে রয়েছে বিদেশে মন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপপেশী অজিত দোভাল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দল এখন দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে লড়াই করার মতোবলেছেন এত ক্রত ভদ্রতার গ্রেফতার থেকে শুরু করে কালো টাকা উদ্ধার করতে কটাক্ষ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। প্রধানমন্ত্রী তার জবাবে বলেছেন এত ক্রত ভদ্রতার কাজ বহাল থাকলে কিছু লোকের তো পেটে বাথা করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন যে ভারত এখন ২০৪৭ সালের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার

বিশেষ প্রতিবেদন

বিষয়- ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের উত্থান সরকার ২০৩৬-এর অলিম্পিকের বিড-এ অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আপনি কি দয়া করে জানাবেন, অলিম্পিক বিডের পরিপ্রেক্ষিতে আইওসি-র সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ এখন কোন স্তরে রয়েছে? ২০২৩ সালের অক্টোবরে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত আইওসি-র ঐতিহাসিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০৩৬ সালের অলিম্পিক ও ২০৩০এর যুব অলিম্পিক আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতের সব ধরনের প্রয়াস এবং আগ্রহের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা এই লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং ভারতের বিডের পক্ষে জোরদার সুপারিশের জন্য আইওসি ফিডবার্কে হোষ্টস কমিশনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা এই কমিশনের সঙ্গে দুই দফায় ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি। ভারতে এই ধরনের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রকৃত অর্থে কোনো লাভ হবে কি? বিশ্বের ক্রীড়া ক্ষেত্রে জয়গা করে নেওয়ার জন্য এটাই সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ভারতের ভাবমূর্তির উন্নতি ঘটতে পারে এবং গুত করেক বছরে আমরা সফলভাবে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ও পুরুষ বিশ্বকাপ, ৪৪তম দাবা অলিম্পিয়াড, এফআইএইচ পুরুষ হকি বিশ্বকাপের মতো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফলভাবে আয়োজিত করছি। বড় বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন, সেরা এবং জুনিয়র, দুই ধরনের প্রতিযোগীকে ঘরের দিবে সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতা দেখার সুযোগ করে দেয়। সেই সঙ্গে পরিচিত পরিবেশে প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া ইকোসিস্টমকে মজবুত করে এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজক শহর এবং



নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০৩৬ সালের মধ্যে ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন এবং আগামী বছরগুলিতে ১ লক্ষ কোটি টাকার অর্থ মূল্যের ভারতের ক্রীড়া অর্থনীতির কথা বলেছেন, যার প্রাথমিক সুবিধাভোগী হবেন আমাদের তরুণরা। ভারত যেহেতু যুব অলিম্পিক এবং অলিম্পিক আয়োজনের কথা ভাবছে, তাই পদক প্রাপ্তির নিরিখে দেশ কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারে? কত টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন? পদক জয়ের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে কোন কোন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে? মন্ত্রক এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এই ক্ষেত্র বাছাই নিয়ে প্রশ্নটি শুরু করেছে, যেখানে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা বাড়ানো যেতে পারে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ইতিমধ্যে যে সব ক্ষেত্রে ভালো ফল করেছে, সেগুলির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। আমরা সাইক্লিং এবং বাঁতারের মতো ক্রীড়াকে উৎসাহ দিচ্ছি, যেখানে অনেক পদক জয়ের সুযোগ রয়েছে। বিনিয়োগের প্রক্ষেপ বলা যায়, সরকার এই মন্ত্রকের মতো ক্রীড়া দশকের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালের ১,০৯৬ কোটি টাকা থেকে তিন গুণ বাড়িয়ে ২০২৩-২৪ সালে ৩৩৯৭.৩২ কোটি টাকা করেছে এবং অ্যাথলিটদের সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে সাহায্য করা হয়েছে। এছাড়া সিএসআর তহবিলের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে কেপ্টারেট ও বেসরকারি বিনিয়োগও এসেছে, যা ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রকে (ক্রমশ)

সুজাতার লক্ষ্য শুধুই সৌমিত্র? লড়াইটা কার সঙ্গে বুঝতেই পারছেন না বিষপূরের ভোটাররা

দূরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ১৭ মার্চঃ ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কে ছেদ পড়েছে অনেক আগেই। তবে রাজনীতির ময়দানে আবার তারা মুখোমুখি। চলছে একে অন্যকে আক্রমণ। কথা হচ্ছে বিষপূরের দুই প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ ও সুজাতা মণ্ডলের। এর আগে একাধিকবার ব্যক্তিগত কারণে, রাজনৈতিক কারণে একে অপরের দুখেছিলেন উভয়ে। তবে লোকসভা ভোটের প্রার্থী হওয়ার পর থেকে যেন সেই তর্ক-বামেলা কার্যত আকাশচুম্বী হয়েছে। একে অপরের কখনও পাগল, ফুর্তিবাজ, কখনও লম্পট, মাতাল বলে তোপ দেগেছেন। আর ভোট যত এগিয়ে আসছে সেই আক্রমণ যেন ততই বাড়ছে। ফলত, আর প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ে খাঁপড়ে পড়েছেন বিষ্ণুপুরের ভোটাররা। তারা বুঝতেই পারছেন না এ লড়াই তৃণমূল বিজেপির নাকি প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লড়াই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি তে বলেই ফেললেন, “বারবার সংবাদ মাধ্যমে দেখছি ওনারা ঝগড়া করছেন। কখনও সুজাতা দেবী কখনও সৌমিত্রবাবু। খুব সন্দেহ হচ্ছে ব্যক্তিগত কলহ কি রাজনীতির ময়দানেও তারা দেখাচ্ছেন?” শনিবার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে

নির্বাচন কমিশন। তার বেশ কিছুদিন আগেই মল্লভূম বিষপূরের প্রচারের ময়দানে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ ও তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। সম্পর্কে প্রাক্তন স্বামী স্ত্রী যুগ্মদান দুই শিবির থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিচ্ছেন। গতকাল সোনামুখীতে দলের একটি প্রচার সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বলেন, “বিষ্ণুপুরের সাংসদ নিজের উন্নয়ন তহবিল থেকে কী কাজ করেছেন আর আমার পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কী কাজ করেছে তার একটা প্রকাশ্য বিতর্ক হয়ে যাক। আমি চ্যালেঞ্জ



দিচ্ছি তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন কোনও কাজ তিনি করেছেন তাহলে আমি মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেব। তিনি শুধু বিলাসিতা আর ফুর্তি ছাড়া কিছুই করেননি।” সুজাতা মণ্ডলের এই চ্যালেঞ্জকে পাতা দিতেই নারাজ বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। তার কটাক্ষ মনোনয়ন এখনও হল না আর তিনি তা প্রত্যাহার করেনে কেমন করে। সৌমিত্রর কথায়, “আসলে যার মাথার টিক নেই এবং যিনি কোনও দিন সমাজের কোনও কাজ করেননি তাঁর কথার কোনও উত্তর হয় না।”

সাংবাদিক সম্মেলনে ‘বহিস্কার’ বলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক, দলে ফেরালেন তিনিই

দূরন্ত বার্তা, পূরুলিয়া, ১৭ মার্চঃ রীতিমত সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল এই নেতাকে। ৬ বছরের জন্য বহিস্কার করা হল, ঘোষণা করেছিলেন দলের বিধায়ক। ভোটের মুখে তিনিই ফিরলেন দলে। বিজেপির খোঁচা, হারার ভয়েই এসব করছে তৃণমূল। যাদের তড়িৎজ্বলি, তাঁদেরই ফেরাতে হচ্ছে দলে। পূরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভার গোপালনগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় দলের প্রার্থী না হতে পেরে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোট লভেনে কিশোর মাহাতো। গত পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিশোর। তাঁর স্ত্রীও ভোটে লড়েন। তবে কিশোর জিততে পারেননি, স্ত্রী অঞ্জলি মাহাতো জয়ী হন। গতবারের আগের ভোটে অবশ্য জয়ী হন কিশোর। তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধানও থেকেছেন সে সময়। তবে গত ভোটে প্রার্থী হতে চেয়ে দলের থেকে সরে নির্দলে ভোটে লড়েন। সেই সময়ই পূরুলিয়ার তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও মানবাজার বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিন্দ্রী সন্ধ্যারানি টুডু সাংবাদিক সম্মেলন করে কিশোর মাহাতাকে ৬ বছরের জন্য দল থেকে বহিস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। রবিবার সেই বিধায়কই কিশোরের হাতে পতাকা তুলে দিলেন। এই পর্বের যিনি সঞ্চালক ছিলেন, তাঁকে বলতে শোনা গেল, অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়, রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে আমাদের বিগত নির্বাচনে গীতাঞ্জলি মাহাতো যিনি নির্দল হিসাবে জেলা পরিষদে জয়ী হয়েছিলেন এবং কিশোর মাহাতো যিনি যুব নেতা ছিলেন পুনরায় আমাদের দলে যোগদান করছেন। মানবাজার-১ ব্লক রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে মান্যতা দিয়েছি। মানবাজারের বিধায়ক সন্ধ্যারানি টুডু তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে পিচ্ছেন। এ বিষয়ে পূরুলিয়ার বিজেপি জেলা সভাপতি বিবেক রাওা বলেন, “তৃণমূল যা বলে তা করে না। ওনারের নেতা জেলায় এসে বলেছিলেন, যারা দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন, তাঁদের দলে ফেরানো হবে না। হারার ভয়ে যাঁকে বহিস্কার করেছিল তাঁকেই যোগদান করছে। জেলায় যা পরিস্থিতি রয়েছে তাতে যে কাউকে যোগদান করিয়েও কোনও লাভ হবে না। আমরা ৬ লক্ষের বেশি ভোটে জিতব।”

আলিপুরদুয়ারে জোরকদমে প্রচার শুরু মনোজ টিগ্গার

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ মার্চঃ রবীাসরীয় প্রচারে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া চায়ের দোকানে সাধারণ জনগণের সাথে কথা বলেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। এছাড়া



বীরপাড়া বাজারে প্রচার সারেন মনোজ টিগ্গা। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার সাগ্রাহিক হাটে রবীাসরীয় প্রচার চালান আলিপুরদুয়ার বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। সাগ্রাহিক হাটে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে প্রচার সারেন। রবিবার সকাল থেকে রীতিমতো প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা।

পুত্র সৌমেন্দুর প্রচারে গিয়ে মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী

দূরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৭ মার্চঃ নির্বাচনী ডঙ্কা বেজেছে আগেই। সেই নির্ধট প্রকাশ করার পরই সব রাজনৈতিক দল নেমেছে



জোর কদমে জনসংযোগে। বাদ গেলেন না কাঁথির তৃণমূল সাংসদ ও বিরোধী দল নেতার পিতৃ দেব শিশির অধিকারীও। হোট ছেলে সৌমেন্দু অধিকারী এবার লোকসভা ভোটের প্রার্থী। তাঁর হয়েই প্রচারে দেখা গেল শিশিরকে। তবে তৃণমূল সাংসদ হয়ে বিজেপি-র ভোট প্রচার? শুরু হয়েছে গুঞ্জন। আজ শিশির অধিকারী বলেন, “দেশকে উন্নয়নের পক্ষে মোদিজিকে ভোট দিন। আগামী দিনে মানুষের কাছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৌঁছে দিতে বাংলায় ৪২ আসনেই ফোটান পদ্ম। আর সৌমেন্দু অনেক

ভোটের জিটবে। রামনগর কখনও ফেরায়নি।” তৃণমূল সাংসদ হয়ে বিজেপির মঞ্চ? শিশির বলেন, “সেটা তো লোকে বলে।”

অপরদিকে, কাঁথি লোকসভার প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী বলেন, “‘তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জানাতে মানুষ তৈরি। গতকাল দেখা গেল এক ঝুড়ি লোক নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ সভার পাশ্টা প্রতিবাদ সভা করতে। মানুষ দেখছে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে হুমকি দিচ্ছেন। আগামী দিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করবো।” আজ এই সভায় প্রায় ২৫টি পরিবারে তৃণমূল ও সিপিএম থেকে যোগদান করছেন। পতাকা তুলেদেন শিশির অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারী।

চৈত্র সেলে অভাবনীয় ভাবনা, চা পান করলেই মিলছে সোনা

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৭ মার্চঃ এক কাপ গরম চায়ে চুমুক, আর তাতেই মিলবে খাঁটি সোনা। ভাবছেন এ আবার কি? হ্যাঁ ঠিকই স্তনেছেন, পয়লা চৈত্র থেকে শুরু হয়েছে চায়ে চৈত্র সেল। যা পুরো চৈত্র মাস জুড়ে চলবে। এমন’ই অভাবনী? ভাবনা গরিব টি স্টলের কর্ণধার ব্যানার্জিরা। এতদিন পর্যন্ত আমরা সবাই জানতাম চৈত্র সেল মানেই তো বিভিন্ন রেডিমেডের পোশাক থেকে প্রসাধনী দ্রব্য, তাই বলে চায়ে চৈত্র সেল? হ্যাঁ ৫ টাকার বিনিময়ে এক কাপ চা। আর তাতেই মিলবে খাঁটি সোনা। আপনি হাতেটা ভাবছেন এটা কি করে সম্ভব। হ্যাঁ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে ২০১৮ সাল থেকে গরিব টি স্টল এর কর্ণধার শিশির ব্যানার্জি চালু করেছিলেন চা’য়ে চৈত্র সেল। যদিও বা ২০২০-২১ সালে লকডাউন এবং ২২ সালে ব্যক্তিগত কারণে বন্ধ রাখা রাখার পর, ২০২৩ সালে ১০ জন

ভাগ্যবানকে দীঘা ভ্রমণ করিয়েছিলেন গরিব টি স্টলের কর্ণধার ব্যানার্জি। ২০২৪ এর ভাবনাটা একটি অন্যরকম। এবার আর ভ্রমণ নয়। গরম চায়ে চুমুক দিলেই উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হবে ১০ জনকে খাঁটি সোনার জিনিস। আর তা তুলে দেয়া হবে এক কাপ চা পান করলেই। চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রতাপনগর নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল লাগোয়া গরিব টি স্টল, প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা খোলা থাকে। সকাল থেকে রাত গরীব টি স্টলে গরম চায়ে চুমুক দিতে ভিড় জমান নবদ্বীপের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাননঘাট ও পূর্বস্থলী এলাকা আসা বহু মানুষজন। আগামী পয়লা বৈশাখ কাটারির মাধ্যমে ১০ জন ভাগ্যবান বিজেতার হাতে তুলে দেয়া হবে উপহার স্বরূপ একেবারে খাঁটি সোনার নাকছাবি।

ভাড়া বাড়িতে এসব কী! বন্ধ ঘরে যুবকদের কীর্তিকলাপ দেখে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের

দূরন্ত বার্তা, গয়েরকাটা, ১৭ মার্চঃ বাড়ি ভাড়া নিয়ে রমরমিয়ে চলছিল ব্রাউন সুগারের ব্যবসা। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে বানারহাটের গয়েরকাটার অজয়ঘোষ পল্লী এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর খবর পেয়ে প্রথমে বাড়িটি ঘিরে ফেলে এলাকার বাসিন্দারা। তারপরই খবর যায় বিম্বাগুড়ি আউট পোস্টের পুলিশের কাছে। পুলিশ অভিযানেই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার। ঘরের ভেতরে পা রাখতেই চোখ কপালে উঠে যায় পুলিশেরা। দেখা যায় রীতিমত ব্রাউন সুগারের আখড়া গড়ে তোলা হয়েছিল ঘরের ভেতরে। প্রচুর ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি ব্রাউন সুগার মাপার যন্ত্র থেকে শুরু করে সিলভার পোপার একটি মোটর বাইক সহ বেশ কিছু টাকাও উদ্ধার হয়। তবে উদ্ধার



করা ব্রাউন সুগারের পরিমাণ ও টাকা পরিমাণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই বানারহাট থানার পুলিশ একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। কীভাবে

অর্জুন গড়ে এবার ঝাঁকে-ঝাঁকে বিজেপি কর্মীরা ঝাঁপ দিচ্ছে তৃণমূলে

দূরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১৭ মার্চঃ উপরতলা থেকে নিচতলা। নেতা হোক বা কর্মী। দলবদলের হিড়িক অব্যাহত। কয়েকদিন আগে প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকার কারণে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগদান করেছিলেন অর্জুন সিং। এবার তাঁর গড়েই নাকি ৪০ জন বিজেপি কর্মী দল ছেড়ে যোগদান করেছেন তৃণমূলে। এমনই দাবি করলেন সোচমন্ত্রী ভৌমিক। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার দোগাছিয়ায় পার্শ্ব ভৌমিকের হাত ধরে ওই সকল বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলে যোগদান করেন। আর তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার পরই অর্জুনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন পাখ। ব্যারকপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বললেন, “মানুষের উচ্ছ্বাস তো দেখতেই



পাচ্ছেন। তাই মানুষ আর ২০১৯ ব্যারাকপুরের বৃকে ফেরাতে চাইছেন না।

যদি আমার বন্ধু বিজেপি থেকে প্রার্থী হন তাহলে আর সেখানে বিজেপি করার লোক

বেছে বেছে নিরাপরাধ মানুষদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ?

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা ও সন্দেশখালি, ১৭ মার্চঃ সন্দেশখালিতে ইস্যুতে এবার রাজা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠল বড় প্রশ্ন। দলবল জুটিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলায় ঘটনায় পুলিশের হাতে

সিবিআই তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য



প্রভাবিত করেছিল। শুধু তাই নয়, নিরাপরাধ মানুষদের গ্রেফতারও করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ধৃতদের বয়ানকে হাতিয়ার করে আদালতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন সিবিআই আধিকারিকরা।

রহমান-মিল্টনদের কাঁখে চেপেই শেষযাত্রা মঞ্জুশ্রীর, ফজরের নমাজের মাঝেই চাওয়া হল দোয়া

দূরন্ত বার্ত, করিমপুর, ১৭ মার্চঃ নদিয়ার থানারপাড়া থানা এলাকার শুভরাজপুর গ্রাম। মুসলিম প্রধান গ্রাম বলেই পরিচিত। বলতে গেলে সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। গোটা গ্রামে হিন্দু রয়েছেন কেবল একটি পরিবার। রয়েছেন মোটে দু’জন



সদস্য। স্বামী এবং স্ত্রী। মুসলিম প্রতিবেশীকদের মাঝেই দিবা দিন কাটিয়েছেন তারা। শনিবার সকালে মঞ্জুশ্রী দেবীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয় তাঁর।

আর মঞ্জুশ্রী দেবীর সেই মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হয় গ্রামের মসজিদের মাইকে। গ্রামবাসীরাই শেষকৃত্যের আয়োজন করেন। মঞ্জুশ্রীর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেন শাহানারা, মেহেরুন্নিসা, রাজিয়ারা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত্রিবেলা চলাকালীনি বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু সংবাদ গ্রামে এসে পৌঁছয় ভোরবেলায়। রমজান মাসে সেহরীর খাওয়াদাওয়া শেষের পরেই মসজিদের মাইকে মঞ্জুশ্রীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় ফজরের নমাজের মাঝেই দোয়া পড়েন মসজিদের ইমাম। মঞ্জুশ্রীর কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাই গ্রামের যুবকেরা তাঁর শেষকৃত্যের আয়োজন করেন। খবর দেওয়া হয় বৃদ্ধার কন্যা এবং আত্মীয়দের। দুই আত্মীয়ের সঙ্গে গ্রামের দু’জন মুসলমান যুবক রহমান এবং মিল্টন তাঁর শবযাত্রায় কাঁধ দেন। বাঁশ কেটে খাটিয়া তৈরি করে বৃদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গার ঘাটে। সেখানে দেহ দাহ করা হয়। মঞ্জুশ্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে যে সব আত্মীয়েরা এসেছিলেন, মসজিদ কর্তৃপক্ষই তাদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

বচসার জেরে আঙুল কাটল মহিলার

দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৭ মার্চঃ গাড়ির সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা। শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত হলেন মাঝবয়সী মহিলা। ধারাল অস্ত্রের আঘাতে তাঁর বুড়ো আঙ্গুল কেটে পড়ল মাটিতে। সেই কাটা আঙ্গুল নিয়ে হাসপাতাল ছুটলেন মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার দাদপুর গ্রামের ফকির পাড়ায়। জানা গিয়েছে দাদপুর গ্রামের এই আত্মীয়ের শেষকৃত্যের কাজে গিয়েছিলেন রামপুরহাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার পাড়ার মহম্মদ আজিজুর রহমান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী নূরজাহান বেগম, ছেলে মিজানুর রহমান এবং পুত্রবধূ সাহারা বানু। দুপুরে গ্রামে পৌঁছে শেষকৃত্য সেরে সন্ধ্যায় চারচাকা গাড়িতে রামপুরহাট ফিরছিলেন। দাদপুরের ফকির পাড়ার কাছে গাড়ি সাইড দিতে গিয়ে গ্রামের সাইদ শেখ ও নাসিম শেখের সঙ্গে বচসা বাধে। আজিজুর বলেন, “ফকিরপাড়ায় জিয়ারুল ইসলামের

দোকানের সামনে গাড়ি সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। আমার স্ত্রীকে অশ্লাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। প্রতিবাদ করলে স্ত্রী এবং পুত্রবধূকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চুলের মুঠি ধরে মারধর করে।” এরপর সাহিম পকেট থেকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয়। সেই ধারাল অস্ত্র ধরতে গেলে স্ত্রীর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে মাটিতে পরে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রী যত্নগায় চিৎকার শুরু করলে এলাকার মানুষ ছুটে আসেন। সেই সময় অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। নূরজাহান বেগম বলেন, “আমি সামনে না থাকলে ওরা ছেলেকে মেরে দিত। কিন্তু চোখের সামনে ছেলেকে মারছে। যা হয়ে আমি দাড়িয়ে থাকতে পারিনি। ওরা সমাজবিরোধী। আমি ওদের শাস্তি চাই। দুজনকেই রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।”

‘বুটের দপদপানি, একে-৪৭ দেখিয়ে লাভ নেই’, কমিশনকে ‘চমকালেন’ তৃণমূলের প্রসূন



দূরন্ত বার্তা, মালদহ, ১৭ মার্চঃ ভোটের মুখে খাকি উর্দি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহ উত্তরে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থীও করেছে। আর রাজনীতিতে নেমেই গরমাগরম ‘ডায়ালগ’ প্রসূনের। দলীয় কর্মীদের নিদান দিলেন, নির্বাচন কমিশনকে ক্ষুলে বসিয়ে রেখে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। শুধুই তাই নয়, আরও বার্তা দিয়েছেন তিনি। যার বিরোধিতা করে নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। হরিশচন্দ্রপুরে উত্তর মালদহের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে গিয়েছিলেন। এই প্রসূনকে এক সময় মালদহবাসী পুলিশকর্তা হিসাবে চিনতেন। এবার ভোটের প্রার্থী। ভোট প্রচারে নেমে প্রসূনকে বলতে শোনা গেল, “প্যারামিলিটারি যদি ভয় দেখায় আমার নাম প্রসূন ব্যানার্জি। মায় হু না। দেখুন না নির্বাচন সন্দকে বসিয়ে রাখতে হবে এখানে। ভাল করে জলটল দিয়ে দেবেন। ওদের অস্ত্র করবেন না। ওারাও চাকরি করেন। কোনও অস্ত্র করবেন না। শুধু বলবেন প্রসূন ব্যানার্জি খেলতে এসেছে। বুটের দপদপানি, একে-৪৭ দিয়ে কোনও লাভ নেই। ডাকছি, ঢুকবে আশঘাটার মধ্যে। বুঝে নেবে সব। আইনকানুন, অবজারভার বুঝে নেবো। সকলকে সম্মান দেবেন। প্রতিপক্ষকে সম্মান দেবেন, কাউকে কুকথা বলবেন না।” তৃণমূল নেতৃত্ব প্রসূনের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বলছে, তাদের কিছু বলার নেই এই প্রসূনে। উনি যা বলার বলেছেন। তবে মালদহ উত্তরের বিদ্যারী সাংসদ খগেন মূর্শি বলেন, “আমরা তৃণমূলের প্রতিটা চমকানো ধমকানো নির্বাচন কমিশনে জানাব। যিনি আজ এখানে ধমকাচ্ছেন ভাবছেন সকলে ঘরে ঢুকে যাবো।” অন্যদিকে সিপিএমের যাদবপুরের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, “এই ভদ্রলোক নায়ক সিনেমার অনিল কাপুর হতে চাইছেন।”

এবার নতুন ধরনের বোমা পাওয়া গেল মুর্শিদাবাদ থেকে



দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মার্চঃ একটা-একটা করে দিন কাটছে ভোট ততই এগিয়ে আসছে। কিন্তু বোমা যেন উদ্ধার হয়েছে চলছে মুর্শিদাবাদ থেকে। এবার সাগরপাড়ায় বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চক্রামপ্রসাদ দক্ষিণপাড়া এলাকা। সেখানেই একটি পলা বাগানের মধ্যে তেলের টিনের ভিতরে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, ওই বোমাগুলি সর্বপ্রথম এলাকাবাসী দেখতে পান। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে ওই বোমার জাহাগা ঘিরে রাখে। বস্তুত, স্থানীয়

বাসিন্দারা বলছেন উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নতুন ধরনের। এর আগে এই ধরনের বোমা খুব একটা দেখা যায়নি এই তল্লাটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেক্ট বোমার থেকেও শক্তিশালী এই ধরনের সেল বোমা। লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি। পুলিশ মোট ৮টি এমন সেল সেক্ট বোমা উদ্ধার করে। বোমা উদ্ধারের পর স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চক্রামপ্রসাদ এলাকার সাধারণ মানুষ। মাঠের মধ্যে কীভাবে বোমা এটা তবুতে পারলেন না সাধারণ মানুষ। তবে বোমা উদ্ধারের এই ঘটনার পর আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। কারণ অনেকেই বহু সময় মাঠে যাতায়াত করে। তাই যদি বোমাগুলি কেটে যেত তাহলে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। রবিবার দুপুরে বহরমপুর থেকে বহু স্কোয়াডের দল এসে বোমাগুলো উদ্ধার করে একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এ দিকে, নির্বাচনের আগেও লাগাতার বোমা উদ্ধার হওয়ায় ভোটের সময় যে অশান্তি হতে পারে তেমনই আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ।

লুকিয়ে-লুকিয়ে ভারতে প্রবেশ? বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের যোগ্য জবাব দিল পুলিশ



দূরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১৭ মার্চঃ ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ময়দানে নেমে পড়েছেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। ভোটের অবহে যখন উত্তপ্ত পুরো দেশে সেই সময় আবার নেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা কয়েকজন বাংলাদেশিরা। আর তাদেরই হাতেনাতে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাস্থল নদিয়ার হাঁসখালি। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ১৬ তারিখ রাত্রিবেলা হাঁসখালি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে বাংলাদেশি সীমান্ত পরিয়ে একাধিক নারী ও পুরুষ ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা এ দেশে প্রবেশ করে লুকিয়ে রয়েছে। এরপরই শনিবার দিনভর তল্লাশি চালিয়ে গারাপতা থেকে ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ এ দেশে প্রবেশ করেছে কি না তা জানতে শুরু হয়েছে তল্লাশি। রবিবার ধৃতদের রানাখাট মহকুমা আদালতে তুলেছে হাঁসখালি থানার পুলিশ।

OFFICE OF THE POLGSTUSTIA GRAM PANCHAYAT GOURIPUR, JAGATBALLAVPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING TENDER NOTICE NO:-075/POL/E-Tender/ 15- th CFC/Untied/2023-24, on behalf of the Prodhon, Polgstustia Gram Panchayat under Jagatballavpur Panchayat Samit, Dist- Howrah invites Percentage Rate Tender for the different works: (i) Online Bid Submission Starts: 15/03/2024 at 10:00 AM (ii) Online Bid Submission Ends: 22/03/2024 UP TO 9 AM (iii) Date of Opening Technical Bids: 26/03/2024 at 9 PM. The details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at http://wbntenders.gov.in.
Sd/- Pradhan Polgstustia Gram Panchayat, Howrah

ফ্যাশান ও রূপচর্চা

ত্বক ভালো রাখতে এই সময় প্রয়োজন একটু বেশি সচেতন হওয়ার, রইল টিপস

শীত চলে গিয়ে আচমকই গরম। রোদের তাপে ত্বকের জেল্লা প্রায় গায়েব। ত্বক ভালো রাখতে এই সময় প্রয়োজন একটু বেশি সচেতন হওয়া। না হলেই জেল্লা হারিয়ে ত্বক হবে নিস্প্রভ। কী করবেন? রইল টিপস

১) সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস লেবু মেশানো হালকা গরম জল খাওয়ার অভ্যাস করতে পারলে আপনার লিভার থাকবে ভালো। লেবুর রসে পর্বাণ্ড পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডান্ট আর ভিটামিন সি থাকে যা আপনার ত্বকে বাড়তি জেল্লা এনে দেবে।

২) আপনার ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে ভালো, না থাকলেও ঘাबড়ানোর কিছু নেই! মোটেই ট্র্যাকসুট পরে মাঠে নামতে হবে



না! সাধারণ কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন, বাগানে বা বাড়ির ছাদে মিনিট দশকে জোরকদমে ইটিলেই চলবে। ত্বক ভালো রাখতে হালকা এক্সারসাইজ কিন্তু বেশ কাজে দেবে।

৩) ঘুমনোের সময় সারা রাত

থরে মুখে তেলময়লা জমতে থাকে। সকালে উঠে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলুন, তারপর টোনার, ফেস সিরাম এবং ময়শ্চারাইজার মেখে নিনা। সারাদিন তরতাজ লাগবে। ৪) এক টেবিল চামচ

আলোভেরা জেল, এক চা চামচ ল্যাভেন্ডার অয়েল আর চার ফোঁটা রোজ অয়েল একটা পাত্রে ভাল করে মিশিয়ে নিন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভাল করে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে মেখে নিন। এর পর হাত দিয়ে হালকা মাসাজ করে নিতে পারেন সকালে উঠে দেখবেন আপনার মুখ একেবারে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। আলোভেরা জেল ব্যবহার করার আগে একটি বিষয় মাথায় রাখা অবশ্যই জরুরি। বাড়িতে আলোভেরা গাছ থাকলে তা থেকে পাতা কেটে নিয়ে সেই জেল ব্যবহার করুন, নয়তো একদম স্বচ্ছ আলোভেরা জেলের কৌটো কিনে নিন। বাজারে আজকাল নানা রাসায়নিক মেশানো আলোভেরা জেল মেলে। এতে আলোভেরার গুণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই ঝলমলিয়ে ওঠে ‘ল্যাকমে ফ্যাশন উইক’এর প্রাদ্ধগ। ঢুকটাক কেনাকাটা, আইসক্রিমে হাফা কামড, ঠাণ্ডা আইস চায়ের কাপে আলাতো চুমুক আর তার মাঝে শো দেখতে ভিড করেন ফ্যাশনশ্রেমীরা। এদিন বলিউড তারকাদের দ্যুতি থেকে বেশি ছিল পোশাকের দ্যুতি। ধরা পড়ে উৎসবমুখর পোশাকের বাহারা। সব আয়োজনে ছিল সোনালি রঙের দাপট।ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের তৃতীয় দিনে ছিল আইকোয়ার, ইসে আর শাহিন মানানের উপস্থাপনা। আইকোয়ার তুলে ধরে হাতে করা এমব্রয়ডারির সূক্ষ্মতা। আইকোয়ার ব্র্যান্ডের পোশাক পরে এদিনের সকালকে উজ্জ্বল করেছিলেন অভিনেত্রী কলকি কোচেলিন। তাঁর পরনে ছিল সোনালি রঙের অফশোল্ডার করসেট টপ আর ধূসর রঙের স্কাট। সংবাদ সম্মেলনে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে কলকি বলেন, ‘আমি এমন পোশাক পছন্দ করি, যা আরামদায়ক। আমার স্কাটি ভীষণ হালকা। আমার পোশাকের থেকে বেশি ভারী এই হোয়ার অ্যাক্সেসরিজ। তবে হোয়ার অ্যাক্সেসরিজটি আমার লুককে আরও আধুনিক করে তুলেছে।’ নিজের ফ্যাশনের মূল কথাও সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করলেন বলিউড



অভিনেত্রী, ‘আমার কাছে ফ্যাশনের অর্থ হলো নিজের ব্যক্তিত্বকে মেলে ধরা। আর অবশ্যই তা আরামদায়ক হওয়া প্রয়োজন।’এই সংগ্রহে মোটিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে গোলাপের বৈচিত্র্য। ‘ইসে’ তাদের প্রদর্শনে কল্লনার এক জগতকে তুলে ধরেছিল। তাদের কালেকশনের নাম ছিল ‘ফেব্রুয়ারি

৩০’। ডিজাইনার শাহিন মানানের সংগ্রহের ‘আনঅ্যাপোলজিটিক’। এই তিন কালেকশনে উঠে এসেছিল উৎসবের দিনে বা রাতের গাউন, স্কাট আর শাড়ির বাহার। আইটিআরএইচ বিভিন্ন বয়সের নারীর জন্য তাদের এই আয়োজন ছিল। সিকোয়েন্স কাজের গাউনের

বাহার ছিল তাদের সম্ভারো নেফারতিতি, ক্লিওপেট্রা মোটিক হিসেবে ধরা পড়েছিল এই আয়োজনে।রাজদীপ রানাওয়ারের ডিজাইন করা পোশাক পরে এদিন ল্যাকমের র্যাম্পে উষ্ণতা ছড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা।রাজদীপের ‘নিজাম’ কালেকশনে উঠে এসেছিল লক্ষীর

রাজধরনারা সঙ্গে ইউরোপের সংস্কৃতি। দিব্যা বলেন, ‘আমার পোশাকটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, আর খুব সুন্দর। ট্রায়াল দেওয়ার সময় এই পোশাক দেখে আমি আনন্দে লাকিয়ে উঠেছিলাম। আমি অত্যন্ত খুশি যে রাজদীপের পোশাক পরে র্যাম্পে হেঁটেছি। আর ল্যাকমের প্র্যাটফর্ম সব সময় দুর্দান্ত’

এস ই আর আরও হোলি বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য

কলকাতা, ১৩ মার্চঃ এসময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিডের কথা মাথায় রেখে হোলি উৎসবে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেকেন্দ্রাবাদ-সাঁতরাগাছি-সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে, সেকেন্দ্রাবাদ-শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ, চেন্নাই এগমোর-সাঁতরাগাছি-চেন্নাই এগমোর এবং সেকেন্দ্রাবাদ-ধরভাঙ্গা-নির্মলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী সেকেন্দ্রাবাদ ০৭২২৩০৭২২৪ সেকেন্দ্রাবাদ সাঁতরাগাছি সেকেন্দ্রাবাদহোলি স্পেশাল ছাড়বে সেকেন্দ্রাবাদ ২২.০৩.২০২৪ তারিখে ০৭.০৫ টায় এবং পৌঁছাবে পরদিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে সাঁতরাগাছি। ফেরার পথে, ০৭২২৪ সাঁতরাগাছি-সেকেন্দ্রাবাদ হোলি স্পেশাল ছাড়বে সাঁতরাগাছি ২৩.০৩.২০২৪ তারিখে ১২.২০ টায় পৌঁছে যাবেপরের দিন ১৪.৪৫ টায় সেকেন্দ্রাবাদ। বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ থাকবে বেলশ্বর,খড়গপুর এবং সানারগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০৭২২৫০৭২২৬ সেকেন্দ্রাবাদ শালিমার সেকেন্দ্রাবাদ হোলি বিশেষ০৭২২৫ সেকেন্দ্রাবাদ-শালিমার হোলি স্পেশাল ছাড়বেসেকেন্দ্রাবাদ ২৫.০৩.২০২৪ তারিখে ০৪.৩০ টায় এবং পৌঁছাবে পরদিন সকাল ০৬.০৫ মিনিটে শালিমার। ফেরার পথে,০৭২২৬ শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ হোলি স্পেশাল ছাড়বে শালিমার ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে ১০.০০ টায় এবং সেকেন্দ্রাবাদে পৌঁছাবে১৩.০০ ঘট্টা, পরের দিন, বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ

থাকবে বেলশ্বরে,খড়গপুর এবং সানারগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০৬০৭৯০৬০৮০ চেন্নাই এগমোর - সান্তরাগাছি - চেন্নাইএগমোর হোলি স্পেশাল ০৬০৭৯ চেন্নাই এগমোর - সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল হবে১৯.০৩.২০২৪ থেকে ০২.০৪.২০২৪ ১৩.৩০ এ চেন্নাই এগমোর ছেড়ে যানঘণ্টা এবং সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে ২১.০০ টায়, তৃতীয় দিন। মধ্যে ফিরতি দিক, ০৬০৮০ সাঁতরাগাছি-চেন্নাই এগমোর হোলি২০.০৩.২০২৪ থেকে ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে সাঁতরাগাছি থেকে বিশেষ ছাড়বে ২৩.৪০ ঘট্টা এবং চেন্নাই এগমোরে পৌঁছাবে ০৯.০০ টায়, তৃতীয়দিন.বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ থাকবে বেলশ্বর,খড়গপুর এবং সানারগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০৭২২১০৭২২২ সেকেন্দ্রাবাদ ধরভাঙ্গা সেকেন্দ্রাবাদহোলি স্পেশাল ০৭২২১ সেকেন্দ্রাবাদ-ধরভাঙ্গা হোলি স্পেশাল ছাড়বে সেকেন্দ্রাবাদ ২১.০৩.২০২৪ তারিখে ১৯.০০ টায় এবং পৌঁছাবে ১০.০০ টায় ধরভাঙ্গা, তৃতীয় দিন। ফেরার পথে,০৭২২২ ধরভাঙ্গা-সেকেন্দ্রাবাদ হোলি স্পেশাল ছাড়বে ২৩.০৩.২০২৪ তারিখে ধরভাঙ্গা ১১.৩০ টায় পৌঁছাবে সেকেন্দ্রাবাদ ০৪.৫০ টায়, তৃতীয় দিন। স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ থাকবে ঝাড়সুগুডায়, দক্ষিণে রাউরকেলা, হাতিয়া, রাঁচি, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটিপূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ার।

জগনমোহন সরকারকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর, বললেন রাজ্যবাসী প্রতারিত বোখ করছেন

পালনাডু, ১৭ মার্চ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের জগনমোহন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডুতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণ দুটি সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা কেন্দ্রে এনডিএ সরকারকে ফিরিয়ে আনবে। জনগণ রাজ্য সরকারের উপর ক্ষুব্ধ এবং তাদের সরাতে চায়। অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণ রাজ্য সরকারের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা অনুভব করছেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, রামমন্দির উদ্বোধনের দিন আমার মনে আছে, সারা রাজ্য ভগবান রামের প্রত্যাবর্তন

উদযাপন করেছিল। তেলেগু জনগণ কখনই এনটিআরকে ভুলতে পারে না। কিভাবে তিনি ভগবান রাম এবং ভগবান কৃষ্ণের ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করেছেন। তিনি সারাজীবন কৃষক ও দরিদ্রদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন এবং এর কারণে তাকে কংগ্রেসের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কংগ্রেস বরাবরই অন্ধ্রপ্রদেশের গর্বকে অপমান করেছে। আমাদের সরকার সর্বদা অন্ধ্রপ্রদেশের গর্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কংগ্রেস কীভাবে তাকে (এনটিআর) অপমান করেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তবে বিজেপি এবং এনডিএ সর্বদা দেশের জন্য নিবেদিত নেতাদের সম্মান করে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি আরও এক জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন চলাচল

মালিগাঁও, ১৭ মার্চঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড হ্রাস করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০১৬৬৬০১৬৬৫ (রানিকমলাপতি - আগরতলা) -রানিকমলাপতি)-এর পরিষেবা ২৬টি ট্রি়ের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য আরও এক জোড়া স্পেশাল ট্রেন উভয় দিক থেকে একটি ট্রি়ের জন্য আনন্দ বিহার-যোগবাণী-আনন্দ বিহারের মধ্যে চালানো হবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০১৬৬৬৫ (রানিকমলাপতি-আগরতলা) স্পেশাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবার চলাচলের জন্য ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১৬৬৬



(আগরতলা-রানিকমলাপতি) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবার চলাচলের জন্য ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উভয় দিক থেকে ট্রেনটি আন্বাসা, ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, রঙিয়া, কিয়ানগঞ্জ, বারান্ডিন জং.,

দানাপুর, মির্জাপুর, ইতরসি জং. হয়ে চলাচল করবে। একইসাথে, হোলি স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪০১০ (আনন্দ বিহার-যোগবাণী) ২৬ মার্চ, ২০২৪ (মঙ্গলবার) ২৩.৪৫ ঘট্টায় আনন্দ বিহার থেকে রওনা দিয়ে যোগবাণী পৌঁছবে

বৃহস্পতিবার ০৫.২০ ঘট্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০০৯ (যোগবাণী-আনন্দ বিহার) ২৮ মার্চ, ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) ০৯.০০ ঘট্টায় যোগবাণী থেকে রওনা দিয়ে আনন্দ বিহার পৌঁছবে পরের দিন ১৬.০৫ ঘট্টায়। যাত্রীদের জন্য ট্রেনটিতে এসি-৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস এবং সেকেন্ড সিটিং কোচ থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বর্ধমান পূর্বের প্রার্থীকে নিয়ে তৃণমূলের কর্মীসভা মেমোরিতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ মার্চ ঃ শনিবার লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেছে। সাত দফার লোকসভা ভোট শুরু ১৯ এপ্রিল, শেষ হবে ১ জুন। আর ভোটগণনা শুরু ৪ জুন। আগামী ১৩ মে চতুর্থ দফার লোকসভা ভোটের নির্ধার্ত অনুসারে বর্ধমান পূর্বে হবো লোকসভা ভোট। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসেরপ্রচার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলে পর বর্ধমান জেলার মেমারি থেকে রবিবার বেলায় মেমারি শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেমারির ব্যাপানতলায় আয়োজিত হল যুব কর্মী সম্মেলনের। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডা. শর্মিষ্ঠা সরকার, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন উদ্ভট্টাচার্য, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিশ্বী, ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি সন্দীপ বসু, মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আশিষ ঘোষ দোস্তিদার, মেমারি শহর



আইএনটিটিইউসির সভাপতি সেখ আসরফ সহ অন্যান্য নেতৃত্বর। এদিনের সভা থেকে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর নির্দেশে লোকসভা ভোটে সমস্ত শাখা সংগঠনের পদাধিকারী নেতা-নেত্রী ও কর্মী একযোগে লড়াই করবেন। মেমারি শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভার মধ্যে মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের শহর সভাপতি স্বপন ঘোষালকে ও কর্মী সম্মেলনের প্রাক্কণে শহর সভাপতির অনুগামী তৃণমূল কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

I JHUMA MANDAL, DAUGHTER OF CHITTARANJAN MANDAL,WIFE OF SUDIP MANDAL, RESIDING AT 129/3 NETAJI SUBHAS ROAD, BEHALA, PS- PARNASHREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMA MANDAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT JHUMA MANDAL AND RUMA MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Matiu Rahaman Malita S/o Afchhar Rahaman R/o Vill & P.O.- Lakshampur, P.S. – Chapra, Dist.- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Matiyar Malita. I declare that Matiyar Malita and Matiu Rahamanr Malita is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15-03-2024.

Name Change
I,ANAND KUMAR PATEL, SON OF ISHWERLAL DAYALAPATEL, RESIDING AT B2-905, SIDDHA PINESWOOD, RAJARHAT MAIN ROAD, RAJARHAT GOPALPUR,BIDHANNAGAR, NORTH 24 PARGANAS -700136, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAND PATEL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT ANAND KUMAR PATEL AND ANAND PATEL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
SUSHIL SOMANI, SON OF MOHAN LAL SOMANI, RESIDING AT P/887, BLOCK-A, LAKETOWN, BIDHANNA- GARG, NORTH 24 PARGANAS-700048, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL KUMAR SOMANI. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024. THAT SUSHIL SOMANI AND SUSHIL KUMAR SOMANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DEVBABRATA NANDI (OLD NAME), SON OF SITAKANTA NANDI, RESIDING AT VILL & PO - PANCHROL, PS-EGRA, EAST MEDINIPUR -721447, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA NANDI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT DEVBABRATA NANDI AND DEBABRATA NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জ্ঞাপন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের



দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ মার্চঃ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম কলঙ্কিত ঘটনা বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের ৫৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জ্ঞাপন করা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এদিন বর্ধমানে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ আরও অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষে সাঁইবাড়ি ঘুরে দেখেন উপস্থিত সকলে। বর্ধমানে সেই সময় কংগ্রেসের দুর্গ টিকিয়ে রেখেছিলেন যারা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাঁই পরিবার। সাঁইরা ছিল বর্ধমানের বড় জোতদার এবং পুরোনো কংগ্রেসি। সেই সময় বর্ধমানে যখন সিপিএম প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করে ফেলতে চাইছে তখন সাঁইবাড়ি একরকম শেষ কংগ্রেসি দুর্গ ছিল বলা যায়। সাঁইরা ছিল সাত বোন পাঁচ ভাই- প্রণব, মলয়, নবকুমার, উদয় এবং বিজয়া। অভিযোগ, বর্ধমানের আলমগঞ্জে কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক ইন্দ্রভূষণ গড়িয়াকে সিপিএম সমর্থকরা বোমা মেরে খুন করে। সেই হত্যামামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল সাঁই পরিবার। আর তারপরেই ঘটে যায় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম একটি ক্ষত-স্বরূপ। আজও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কাছে এটি বিব্রতকর একটি ঘটনা বলা যেতেই পারে।

ঘটনার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শোকাহতদের স্বান্তনা জানাতে বর্ধমানে ছুটে আসেন। এই ঘটনার পর থেকে সাঁই-ভাইদের মা মৃগনয়না দেবী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, যা থেকে মৃত্যুর আগেও তিনি সেড়ে উঠতে পারেন নি। সাঁই-ভাইদের মৃত্যুর এক দশক পর তাদের মা পরলোকে গমন করেন। যেসব কমিউনিস্ট ক্যাডার-রা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলো বলে অভিযোগ করা হয়, জড়িতদের কাউকেই আইনের আওতায় যায় নি।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমান শহরের প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেনে খুন হন দুই ভাই, মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই। তাঁদের সঙ্গে নিহত হন সেই সময়ের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র জিতেন রায়। এই বাড়িতে পড়াতে যেতেন তিনি। মামলায় নাম জড়ায় প্রয়াত নিরুপম সেন, বিনয় কোঁদার-সহ সিপিএমের বহু নেতা-কর্মী। কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই তারাপদ মুখোপাধ্যায় কমিশন গড়ে তদন্ত শুরু করেন। পাঁচ বছর পরে, ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় এসে ওই কমিশন বন্ধ করে দেয়। সাঁই পরিবারের অভিযোগ, মুখোপাধ্যায় কমিশন তদন্ত-রিপোর্ট দিলেও বিচার মেলেনি। আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণাভ বসুকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করেন। প্রতি বছরই অভিশপ্ত ১৭ মার্চে সাঁইবাড়িতে শহিদদের স্মরণ করা হয়। আগে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মরণ অনুষ্ঠান করা হলেও, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই অনুষ্ঠান করে আসছে তৃণমূলই।

কোলের বাচ্চা সহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে পৌঁছে দিল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৭ মার্চঃ আবার ও পুলিশের সাফল্য। শ্বশুর বাড়িতে অশান্তি ঝামেলার জন্য মনহির করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল ১৯ বছরের মহিলা। শনিবার রাতে নিউ বারাকপুর থানার সাড়ে সাত নম্বর রেলগেটের সামনে থেকে মহিলা সহ তার দু বছরের কোলের বাচ্চা কে উদ্ধার করে নিউ বারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশরাতে মহিলাকে মধ্যমগ্রাম সরকারি হাসপাতালে মেডিক্যাল করিয়ে থানায় নিয়ে আসে। থানার পুলিশ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাড়ির ঠিকানা পেয়ে যোগাযোগ করে পরিবারের সদস্যদের সাথে। রবিবার তাদের মহিলার দিদি জামাইবাবু থানায় আসে। আইনানুগ ভাবে কোলের বাচ্চা বাচ্চা সহ মহিলা কে তুলে দেওয়া হয়।পুলিশ জানিয়েছে মহিলার বাড়ি দপ্তপুকুর থানার জয়পুর দুগাছি এলাকায়। মহিলার নাম আরিফা খাতুন(১৯)। শ্বশুর বাড়িতে স্বামী সহ পারিবারিক অশান্তি ঝামেলা জন্য বেরিয়ে যায়। মনহির করে আত্মহত্যার।নিউ বারাকপুর স্টেশনে নেমে সাড়ে সাত নম্বর রেলগেট এর কাছে মেমারি শহর তৃণমূল দেখে স্থানীয় লোকজনদের সন্দেহবশত থানায় খবর দিলে কর্তব্যরত পুলিশ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজন দের সাথে যোগাযোগ করে কোলের বাচ্চা সহ তাকে তার দিদি জামাইবাবু কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

Name Change
I HASHINA BIBI, WIFE OF KAMARUL JAMAL MONDAL, RESIDING AT MANIK K O O L, P O - S H I M U L I A, P S - GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS -743262, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASINA BIBI. MANDAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT HASHINA BIBI AND HASINA BIBI MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KAMARUJ JAMAL MONDAL,SON OF KORBAN ALI MONDAL, RESIDING AT MANIK KOOL, PO-SHIMULIA, PS-GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS-743262, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMARUL JAMAL MONDAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT KAMARUJ JAMAL MONDAL AND KAMARUL JAMAL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KAJAL KUMAR PAUL,SON OF SUKHENDU BIKASH PAUL, RESIDING AT 123/1 KAMAL PARK, PO-BIRATI, BARRACKPORE -700051, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAJAL PAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT KAJAL KUMAR PAUL AND KAJAL PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I JHUMA MANDAL, DAUGHTER OF CHITTARANJAN MANDAL,WIFE OF SUDIP MANDAL, RESIDING AT 129/3 NETAJI SUBHAS ROAD, BEHALA, PS- PARNASHREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMA MANDAL. VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT JHUMA MANDAL AND RUMA MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Matiu Rahaman Malita S/o Afchhar Rahaman R/o Vill & P.O.- Lakshampur, P.S. – Chapra, Dist.- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Matiyar Malita. I declare that Matiyar Malita and Matiu Rahamanr Malita is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15-03-2024.

বিশ্বকাপে বিরাটকে চাই-ই চাই, বললেন হিটম্যান

মুম্বই, ১৭ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম দুই স্তম্ভ রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। তাঁদের দু’জনকে ছাড়া এখনও ভারতীয় টিম অসম্পূর্ণ লাগে। সম্প্রতি শোনা গিয়েছিল এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় টিমে সুযোগ পাবেন না বিরাট কোহলি। উল্কাগতিতে এই খবর দেশে তো বটেই, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বিরাট কোহলিকে বিশ্বকাপে অতি অবশ্যই খেলানো উচিত বলে বার্তা দিয়েছিলেন। এ বার ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়ে দিলেন বিশ্বকাপের জন্য বিরাট কোহলিকে নিয়ে তাঁর

কী ভাবনা। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের ভারতীয় টিমে বিরাট কোহলি থাকবেন তো? ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার কীর্তি আদাজ জানিয়েছেন, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, বিশ্বকাপে বিরাটকে চাই-ই চাই। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহকে হিটম্যান বিশ্বকাপে যে কোনও উপায়ে বিরাট কোহলিকে খেলানো নিয়ে জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স- এ কীর্তি আজাদ এই বিষয়ে একটি লম্বা চণ্ডা পোস্ট করেছেন। বিরাট কোহলির একটি ছবি শেয়ার করে কীর্তি আজাদ লিখেছেন, ‘কেন জয় শাহ? তিনি নির্বাচক



নন, অজিত আগরকরকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বোঝাতে হবে যে বিরাট কোহলি টি-টোয়েন্টি দলে কেন জায়গা পাচ্ছেন না। এর জন্য ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে অজিত আগরকর নিজেকে বা অন্য নির্বাচকদের বোঝাতে সক্ষম হননি। জয় শাহ ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই ব্যাপারে। কিন্তু রোহিত বলেন, ‘‘যে কোনও মূল্যে আমাদের বিরাট কোহলিকে দরকার।’’ বিরাট কোহলি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন এবং দল নির্বাচনের আগে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও

করা হবে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিজেদের জড়ানো উচিত নয়। এর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণ অনুষ্ঠানে জয় শাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন, টি-২০ বিশ্বকাপে রোহিতই থাকবেন ভারতের ক্যাপ্টেন। সেই সময় তিনি বিরাট কোহলির টিমে থাকা নিয়ে কিছু জানাননি। এ বার দেখার রোহিতের এই বক্তব্যের পর বিরাট সত্যিই বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পান কিনা। আপাতত রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে।

প্রীতির পঞ্জাবকে আইপিএল পরীক্ষায় পাস করাতে চান ভারতীয় ক্রিকেটের গবর্নর

অমৃতসর, ১৭ মার্চঃ মেজাজটাই আসল রাজ। শিখর ধাওয়ানকে দেখলে ক্রিকেট প্রেমীরা এমনটা প্রায়ই বলে থাকেন। আসলে শিখর ধাওয়ানের নামটা শুনলেই সকলের মনে পড়ে যায় তিনি তো ভারতীয় ক্রিকেটের গবর্নর। দিল্লির ছেলে শিখর এক দিনে ভারতীয় ক্রিকেটের গবর্নর হয়ে ওঠেননি। ২২ গজে ব্যাট হাতে তাঁর শাসন তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের গবর্নর তকমা এনে দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা বরাবরই ছিল। শিখর ধাওয়ানের সময়ও ছিল। সেই প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাঁ হাতি ওপেনার। শিখরই তাঁকে আসন্ন আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে। মহেন্দ্র সিং গোলি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, দীনেশ কার্ভিক ও মনীশ পাণ্ডের পাশাপাশি শিখর ধাওয়ান আইপিএলের গত ১৬টি মরসুমে খেলেছেন। বর্তমানে তিনি পঞ্জাব কিংসের ক্যাপ্টেন। ২০০৮ সাল থেকে আইপিএলে খেলেছেন শিখর। প্রথম আইপিএলে তিনি দিল্লি ডেয়ারডেভিলস টিমে ছিলেন। এর পরের ২টো মরসুম (২০০৯-১০) তিনি কটান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। তারপর ২০১১-১২ মরসুম তাঁর কার্টে ডেকান চার্জার্স। ২০১৩-২০১৮ সাল অবধি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে আইপিএলে

খেলতে দেখা গিয়েছে শিখরকে। ২০১৯-২০২১ ফের দিল্লি শিবিরে খেলেন শিখর। ততদিনে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের জায়গায় দিল্লি ক্যাপিটালস হয়ে গিয়েছে। ২০২২ সাল থেকে তিনি পঞ্জাব কিংসে রয়েছেন। সে বারের মেগা নিলামে ৮.২৫ কোটি



টাকা দিয়ে শিখরকে নিয়েছিল প্রীতি জিন্টার দল। এরপর ২০২৩ সালে মায়াক আগরওয়ালের জায়গায় শিখর ধাওয়ানকে পঞ্জাবের ক্যাপ্টেন বানানো হয়। তাঁর ক্যাপ্টেনসিতে গত আইপিএলে পঞ্জাব ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। এ বার দেখার কেনন খেলেন শিখর। মাত্র ১২ বছর বয়সে তারক সিনহার কাছে ক্রিকেটের তালিম নেওয়া শুরু করেন শিখর ধাওয়ান। তারক সিনহা

মোট ১২ জন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারকে কোচিং করিয়েছেন। শুরুর দিকে তাঁর ক্লাবে শিখর উইকেটকিপার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে পুরোদমে ব্যাটিংয়ে মন দেন। এরপর শিখর অনূর্ধ্ব ১৬ টিমের হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেন। অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপেও খেলেন তিনি। কুচবিহার ট্রফি, বিনু মানচক ট্রফি কোনও কিছুই বাদ দিতেন না। ২০০৪ সালে তাঁর রঞ্জি অভিষেক হয়। আর জাতীয় দলে অভিষেক হয় ২০১০ সালে। প্রথমে ওডিআই তারপর ২০১১ সালে টি-২০ এবং ২০১৩ সালে শিখরের টেস্ট অভিষেক হয়। ২০২২ সালে শেষ বার ভারতের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল শিখরকে। দেশের হয়ে ৩৪টি টেস্ট, ১৬৭টি ওডিআই এবং ৬৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে শিখর তিন ফর্ম্যাটে যথাক্রমে করেছেন ২৩১৫ রান, ৬৭৯৩ রান ও ১৭৫৯ রান। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে এশিয়া কাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য শিখর। ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন কাপজয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি। সে বার টুর্নামেন্টের সেরার পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি।

কেইন এবার বুন্ডেসলিগার ৬০ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙলেন

আমস্টারডাম, ১৭ মার্চঃ বুন্ডেসলিগার শিরোপা জয় নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের পক্ষে বাজি ধরার লোক এখন আর বেশি পাওয়ার কথা নয়। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত অপরাধীভূত জাবি আলোনসোর বায়ার লেভারকুসেন। বায়ার্ন শিরোপা জিততে পারুক আর না-ই পারুক, দলটির ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন একের পর এক গোলের রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন। ডার্মস্টাডের মাঠে গতকাল বায়ার্ন মিউনিখের ৫-২ ব্যবধানের জয়েও একটি গোল করেছেন কেইন। আর এই গোলেই বুন্ডেসলিগায় আরেকটি গোলের রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এই নিয়ে বুন্ডেসলিগার চলতি মরসুমে ২৬ ম্যাচ খেলে ৩১ গোল হলো কেইনের। এর আগে বুন্ডেসলিগায় অভিষেক মরসুমে এত গোল করতে পারেননি আর কেউ। কেইন রেকর্ড বই থেকে মুছে দিয়েছেন জার্মান কিংবদন্তি উয়ে সিলারের নাম। ৬০ বছর আগে ১৯৬৩-৬৪ মরসুমে হামবুর্গের হয়ে বুন্ডেসলিগা অভিষেকে ৩০ গোল করেছিলেন সিলার।



কেইনের রেকর্ড গড়ার রাতে জোড়া গোল করেছেন জার্মানির তরুণ তারকা জামাল মুসিয়াল। বায়ার্নের অধিনায়ক ম্যানুয়েল নয়্যার ম্যাচ শেষে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তাকে, ‘‘নিজদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে আমরা কটন পরিশ্রম করেছি এবং আমরা সেটা করতে পেরেছি। মাঠে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার জন্য জামালের মতো খেলোয়াড় ছিল।’’ তবে পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে থাকা ডার্মস্টাডের বিপক্ষে দুটি গোল খেতে হওয়ায় কিছুটা হতাশ নয়্যার। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, ‘‘এটা (রক্ষণ) নিয়ে আমাদের সবারই আরও কাজ করতে হবে।’’

এক দশক পার, সঞ্জু স্যামসন যেন আন্ডারডগই রয়ে গিয়েছেন



জয়পুর, ১৭ মার্চঃ সঞ্জু স্যামসন। বরাবরই শিরোনামে আসেন। আবার হারিয়েও যান। ভারতীয় দলে তাঁর যাওয়া আসা লেগেই রয়েছে। কখনও জায়গা পাকা করে উঠতে পারেননি। এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সঞ্জু স্যামসনের কাছে এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। তার জন্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অবিশ্রাস্য পারফরম্যান্স করতে হবে সঞ্জুকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে সঞ্জুর কেরিয়ার। তারপরও যেন আন্ডারডগই রয়ে গিয়েছেন। এ বার কি হাল বদলাবে? ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রাজস্থান রয়্যালসেই

অভিষেক হয়েছিল সঞ্জু স্যামসনের। সেই ২০১৩ সালে। কেরলের এই কিপার-ব্যাটার পেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়ের মতো কিংবদন্তিকে। অবিরোধে ছায়ায় ক্রমশ উন্নতি করেন সঞ্জু। তখনও অবধি ‘জুনিয়র’ই রয়ে গিয়েছিলেন। উপরের দিকে ব্যাট করার সুযোগ মিলত না। তবে ইমপ্যাক্ট ইনিংস খেলেছেন। প্রথম চার মরসুমে অবশ্য স্ট্রাইকরেট টি-টোয়েন্টি স্টাইলের ছিল না। ২০১৬ সালে দিল্লি ফ্রাঞ্চাইজিতে যোগ দেন সঞ্জু স্যামসন। এরপরেই যেন নতুন সঞ্জু স্যামসনকে পাওয়া যায়। দু-বছর দিল্লি ফ্রাঞ্চাইজিতে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন সঞ্জু। এর পর ফের রাজস্থানেই ফেরেন সঞ্জু। ২০২১ সালে রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক করে সঞ্জু স্যামসনকে। এরপর থেকে রাজস্থান রয়্যালসের খেলায় উন্নতি হয়েছে। ট্রফি না এলেও অনেকটা কাছে পৌঁছেছে রাজস্থান। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ১৫২ ম্যাচে প্রায় ৬০ গড়ে ৬৮৮-রান সঞ্জুর। ৬টি সেঞ্চুরিও রয়েছে। ২০টি হাফসেঞ্চুরি। গত মরসুমে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন সঞ্জু। ১৪ ম্যাচে ৩৬২ রান করেন। স্ট্রাইকরেট প্রায় ১৫৪! ২০২২ মরসুমে আরও ধারাবাহিক পারফর্ম করেছিলেন। ১৭ ম্যাচে ৪৫৮ রান। ক্যাপ্টেন-ব্যাটার দুই ভূমিকাতেই দুর্দান্ত হলেও ‘আন্ডারডগ’ তকমা যেন যায়নি।

মেসিবিহীন মায়ামিকে জোড়া গোল করে জেতালেন সুয়ারেজ

ফ্লোরিডা, ১৭ মার্চঃ চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। মেসিকে ছাড়া মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিপি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের আগে কিছুটা চাপেই ছিল ইন্টার মায়ামি। মেসি মায়ামিতে নাম লেখানোর পর তাঁকে ছাড়া খেলা আগের সাত ম্যাচের কোমোটিতেই যে জিততে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি। এবার অবশ্য অবশ্য সেই চাপ বুঝতেই দিলেন না মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ ও বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। বদলি নেমে জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে সুয়ারেজ এনে দিয়েছেন ৩-১ ব্যবধানের দারুণ এক জয়। মায়ামিতে এসে দারুণ শুরু পাওয়া সুয়ারেজের গোল এখন ৭ ম্যাচে ৬টি। ডিপি ইউনাইটেডের ম্যাচে এদিনও মেসিকে ছাড়া শুরুটা ভালো হয়নি মায়ামিরা। মাত্র ১৪ মিনিটে ডিপি ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জারেড ফুরোড। ডিপি ইউনাইটেড ১০

মিনিটের এগিয়ে থাকতে পারেনি। ২৪ মিনিটে লিওনার্দো কাস্পানার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় মায়ামি। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ।



দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও গোল পাচ্ছিল না মায়ামি। শেষ পর্যন্ত ৬২ মিনিটে রবার্ট টেলরের বদলি হিসেবে সুয়ারেজকে মাঠে নামান কোচ জেরার্দো মার্তিনো। মাঠে নেমে নিজের প্রভাব বোঝাতে ১০ মিনিটের বেশি লাগেনি সুয়ারেজের।

অসাধারণ এক দলীয় আক্রমণ থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন এ উরুগুয়ান স্ট্রাইকার। ৮৫ মিনিটে সেই

কনফারেন্সে শীর্ষ স্থানেই থাকল মায়ামি। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। ম্যাচ শেষে বলের জয় নিয়ে উচ্ছসিত কোচ মার্তিনো বলেছেন, ‘‘দল যেভাবে প্রথম ১৫ মিনিটের ঝাঝ সামলেছে, আমার ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়, প্রথম ১৫-২০ মিনিটের পর ম্যাচটা আমরা ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।’’ চোট কাটিয়ে মেসি কখন ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেছেন, ‘‘এটা স্পষ্ট যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাকে (মেসিকে) কনকাকফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলানো। আমরা তাকে নিয়ে কোনও বুঁকি নেব না।’’ কনকাকফ কোয়ার্টার ফাইনালে আগামী ৩ এপ্রিল মন্টেরি মুন্চামুথি হবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে অবশ্য অবশ্য নিউইয়র্ক রেড বুলস এবং নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে লিগ ম্যাচ আছে তাদের।

দেশে ফিরলেন কিং কোহলি, আইপিএলে এ বার হবে বিরাট ধামাকা

মুম্বই, ১৭ মার্চঃ কিং কোহলি ইজ ব্যাক রবি-সকালে ভারতে ফিরলেন বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় বার বাবা হওয়ার পর বিরাট কোহলি লন্ডন থেকে দেশে এলেন। এ বার তাঁর অনুরাগীরা বেজায় খুশি। মুম্বই বিমানবন্দরে বিরাট কোহলি নামার পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে ধরেন অনুরাগীরা। পাপারাজিদের আবদারে বিরাট ছবির জন্য পোজও দেন। বিরাট দেশে ফিরতেই আরসিবির অনুরাগীরাও আনন্দে মেতে উঠেছেন। গত কয়েকদিন ধরে বার বার প্রশ্ন উঠছিল বিরাট কি এ বারের আইপিএলে খেলবেন না? তিনি দেশে ফিরতেই উত্তর এ বার কিন্তু পাওয়া গেল। বিরাট কোহলির আইপিএল টিম আরসিবির টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। অধিনায়ক ঝাফ ভুপ্তেসি সহ অন্যান্য ক্রিকেটাররা নেটে ব্যাটিং-বোলিং শুরু করে দিয়েছেন। এ বার শুধু টিমের সঙ্গে বিরাটের যোগ দেওয়ার পালা। ১৯ মার্চ আরসিবির



আনবক্স ইভেন্ট রয়েছে। তার আগেই কোহলি দেশে ফিরলেন। ফলে আশা করা হচ্ছে কোহলি আরসিবির ওই আনবক্স অনুষ্ঠানে মধ্যমহি হয়ে থাকবেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরাট কোহলি ও তাঁর স্ত্রী, বলিউড তারকা অনুস্ম শর্মার ছেলের জন্ম হয় লন্ডনে। বিরুদ্ধ তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের নাম রেখেছেন আফা কোহলি। ছেলের জন্মের জন্যই দেশের মাটিতে হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের সিরিজে খেলেননি বিরাট। এতদিন লন্ডনেই ছিলেন। এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় লন্ডনের এক রেস্টোরাঁতে বিরাট কোহলি ও তাঁর মেয়ে ভামিকাকে খাবার খেতে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছিল নেটদুনিয়ায়। এ বার আইপিএলে বিরাটের মাঠে ফেরার পালা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শেষ হওয়ার পর রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। যা পরিস্থিতি, সেই স্কোয়াডে বিরাটের জায়গা কিন্তু পাকা নয়। ফলে আইপিএলে বিরাটকে নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে। তা হলেই তিনি পেয়ে যাবেন বিশ্বকাপের টিকিট। অবশ্য দেশ-বিদেশের একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন, তাঁদের মতে বিরাট ছাড়া ভারতের বিশ্বকাপ টিম অসম্পূর্ণ।

‘ঘরে’ ফিরেই ক্যাপ্টেন, আইপিএলের শুরুর থেকেই এক্স ফ্যাক্টর হার্দিক পাণ্ডিয়া

মুম্বই, ১৭ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে হার্দিক পাণ্ডিয়া ঠিক কোন পরিস্থিতিতে! পঞ্জিভিত নাকি মেগাটিভ। গত কয়েক সপ্তাহ নেতিবাচক দিকটাই বেশি মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে সমর্থকদের মন জয় করছেন ক্যাপ্টেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। আইপিএল কেরিয়ার শুরু হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। মাঝে দু-বছর গুজরাট টাইটান্সে খেলেছেন। অভিষেক মরসুমেই সেই টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। গত মরসুমে রানার্স। এ বার মুম্বইয়ে ফিরছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তার ভাষায়, ঘরে ফিরেছেন। কিন্তু রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করা মুম্বই সমর্থকরা মেনে নিতে পারেননি। সেই অস্বস্তিটা এখন অনেকটা কমছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে হার্দিক পাণ্ডিয়ার উত্থান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেই। সেই ২০১৫ সালে। এরপর টানা সাত মরসুম খেলেছেন এই দলের হয়েই। শুরুরতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি মুম্বইয়ের এক্স ফ্যাক্টর। মুম্বইয়ের পরপর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন হার্দিক। আইপিএলের বড় মঞ্চে তার শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। ঠিক যেন তাঁর জন্যই মঞ্চটা গড়া হয়েছিল। চেনাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মাচা শেষ দু-ওভারে মুম্বইয়ের চাই ৩০ রান। এরপর! ক্রিজে প্রবেশ হার্দিক পাণ্ডিয়া। চার বলের মধ্যে তিনটি বিশাল হয়। হারেক



আকাশছোঁয়া হলেও ভরসা ছিলেন হার্দিক। বড় মঞ্চে জলে ওঠার যোগ্যতা শুরু থেকেই। আইপিএলে টিম বাড়ানো হয় ২০২২ সালে। নতুন দুটি ফ্রাঞ্চাইজি হিসেবে যোগ দেয় লখনউ সুপার জায়ান্ট ও গুজরাট টাইটান্স। নতুন ফ্রাঞ্চাইজি গুজরাট চাইটান্সে যোগ দেন হার্দিক। অধিনায়ক এবং প্লেয়ার দুই ভূমিকাতেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। এ মরসুমেও তাঁকে রিটেইন করেছিল গুজরাট টাইটান্স। ট্রেডিংয়ে মুম্বই

ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন। এ বার তার লড়াই শুধু প্রতিপক্ষের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেও। সমর্থকদের ভালোবাসাও জিততে হবে হার্দিককে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দুই ফ্রাঞ্চাইজি মিলিয়ে ১২৬ ম্যাচ খেলেছেন হার্দিক। ৩০-র উপর গড়ে ২৬০৯ রান করেছেন। স্ট্রাইকরেট ১৪৫-এর বেশি। ১০টি হাফসেঞ্চুরি। ক্যামিও ইনিংস খেলতেই বেশি দেখা যায়। বোলিংয়েও একই রকম ধার। ৫৩ উইকেট নিয়েছেন। ম্যাচে সেরা পারফরম্যান্স ১৭ রান পাণ্ডিয়া। চার বলের মধ্যে তিনটি বিশাল হয়। হারেক

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • ১ মার্চ ২০২৪

সংক্রমণের চিকিৎসা

- আবির কিংবা বহিরের রঙ বা মাথিয়েও সমস্যা
- রঙীন করা সম্ভব
- সঠিক সময়ের ধরা পড়লে কোলন ক্যান্সার
- নিরাময় সম্ভব
- কোলন ক্যান্সার
- বর্তমানে হার্টের ডায়ালি রিট্রান্সপ্লেন্ট এখন আরও
- নিশ্চিত, সফল ও নিরাপদ
- হার্ট আদিক কি প্রতিরোধ করা সম্ভব?
- মুখে ভ্রূণ ভাব? ইউরোলজিস্টের পরামর্শ
- মেওয়া অকরী
- স্বকের সংক্রমণ — দাঁদ
- সংক্রমক রোগের-প্রাচীণ

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন